প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৫ ❖ ১৪ - ২০ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

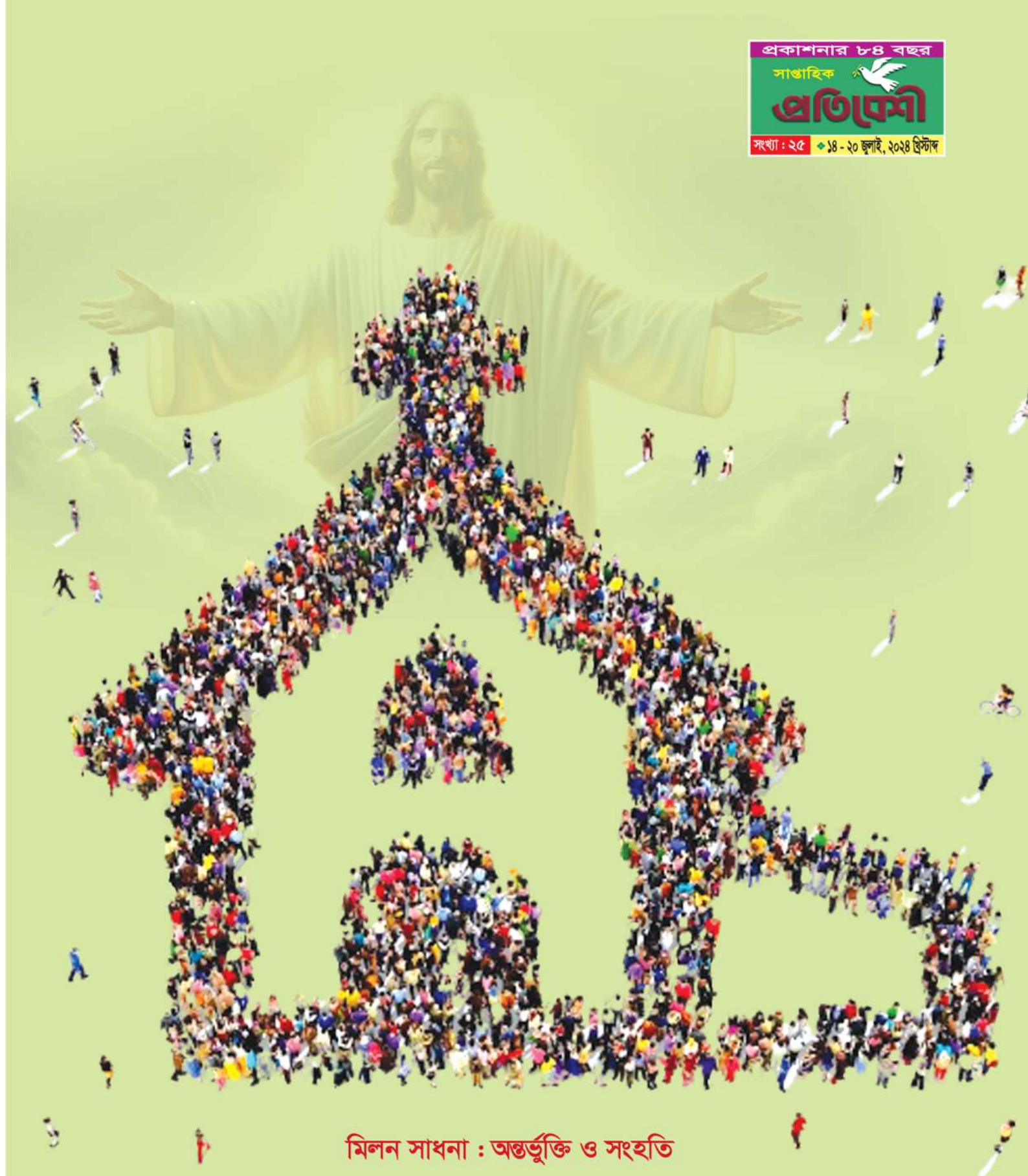

মিলন সাধনা : অন্তর্ভুক্তি ও সংহতি

লাউদাতো সি - এর লক্ষ্য, আহ্বান ও করণীয়

সিনোডাল মণ্ডলী : বিশ্বাস, প্রার্থনা ও সাক্ষ্যদান

নারীর ক্ষমতায়ন, মর্যাদা ও অংশগ্রহণ বাড়াতে করণীয়

অনন্তলোকে ৩য় বর্ষ

বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরি তোমায়

শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ
সুন্দর ঐ রম্য দেশে তুমি আছ

তোমার চলে যাওয়ার ৩য় বছর। তবুও তুমি আছ আমাদের হৃদয় জুড়ে। সর্বত্র তোমার উপস্থিতি গভীরভাবে অনুভব করি। মহামরণ তোমাকে করেছে মহিমান্বিত। তুমি ছিলে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র যার দ্যুতি ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। তুমি ছিলে অনন্যসাধারণ।
বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গে আছ পিতার সান্নিধ্যে। স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেনো জীবন শেষে তোমার সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমার ভালোবাসা
স্ত্রী - মার্গারেট রোজারিও

প্রয়াত যোসেফ রোজারিও (অব: প্রফেসর, নটরডেম কলেজ)
জন্ম : ২৪ মে, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৭ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : উত্তর পানজোড়া, নাগরী মিশন

বিজ্ঞ/১৫৯/২৪

সুখবর ! সুখবর !! সুখবর !!!

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে,
ধর্মপল্লী ও পালক ঃ মাণ্ডলিক আইনী ও পালকীয় সহায়কগ্রন্থ
নামক বইটি অতি শীঘ্রই প্রতিবেশী প্রকাশনী থেকে প্রকাশ হতে যাচ্ছে।

লেখক ড. ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা।

বইটি পাওয়া যাচ্ছে -

❖ মাদার তেরেজা ভবন, তেজগাঁও
❖ প্রতিবেশী প্রকাশনী, লক্ষ্মীবাজার ও সকল বিক্রয়কেন্দ্রে।

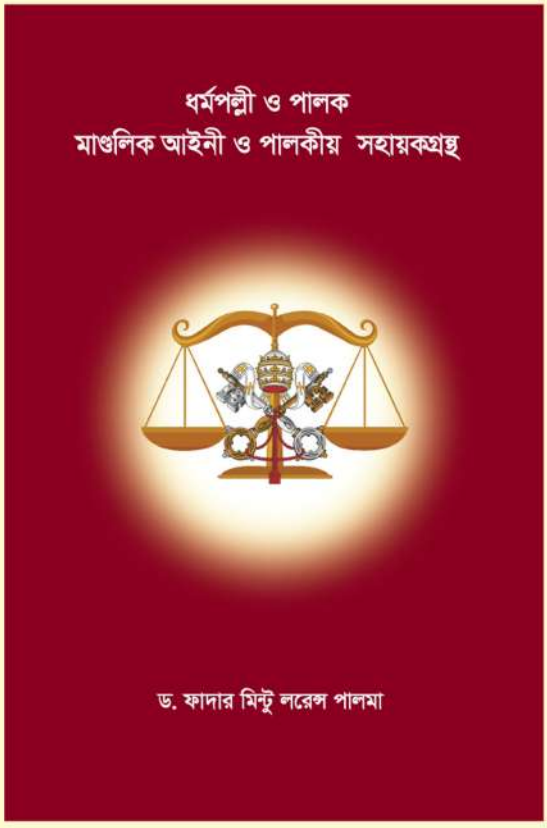

বিজ্ঞ/১৫৮/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ২৫
১৪ জুলাই - ২০ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
৩০ আষাঢ় - ০৫ শ্রাবণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
যোসেফ ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
রিপন আব্রাহাম টলেন্টিনু
যোসেফ ইভান্স গমেজ

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

মিলনধর্মী সমাজ ও মণ্ডলী

তিনটি বছর ধরে বিশ্বজনীন ও স্থানীয় মণ্ডলীতে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হচ্ছে সিনড ও সিনোডালিটি। সিনোডালিটি বা একসাথে পথ চলার মনোভাব জাগ্রত ও দৃঢ় করতে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে স্থানীয়, দেশীয়, মহাদেশীয় ও বৈশ্বিকভাবে। সকল কর্মসূচীর লক্ষ্য হলো মণ্ডলীকে সিনোডাল করে তোলা যেখানে সকলের অংশগ্রহণে একটি মিলনসমাজ গড়ে ওঠবে; যে সমাজের সকলে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে প্রেরণদায়িত্ব পালন করবে।

মণ্ডলীর অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য হলো মিলন ও একতা। 'মণ্ডলী' যা খ্রিস্টের দেহ; সেখানে রয়েছে অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিন্তু সকলে মিলে একদেহ, যার মস্তক খ্রিস্ট। 'মণ্ডলী' আবার ঐশ জনগণের সমাবেশ। যিশু নিজেই বলেছেন, যেখানে দু'য়ের অধিক মানুষ একসাথে মিলিত হয়ে প্রার্থনা করে আমি সেখানে উপস্থিত অর্থাৎ মণ্ডলীতে রয়েছে ঐশরিক ও মানবিকতার মিলন। তাই প্রকৃতিগত ভাবেই মণ্ডলী মিলনধর্মী। তবে এটা সত্য যে, মণ্ডলীতে এখনো মিলন, শান্তি ও সংহতি গড়ে উঠেনি। চারিদিকে দ্বন্দ্ব-বিবাদ, ধনী-দরিদ্রদের মধ্যে বৈষম্য, অন্যায্যতা ও অশান্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং প্রকৃতির প্রতি মানুষের বৈরী আচরণ পৃথিবীকে যেমনি করে তুলেছে সংঘাতময় ও নিরাপত্তাহীন আবাসগৃহ; তেমিন এ সকল অপমূল্যবোধ মণ্ডলীকেও আচ্ছন্ন করতে চাচ্ছে। সিনড ও সিনোডাল বিষয়ক বিভিন্ন সভা সেমিনারে মণ্ডলীর বর্তমান বাস্তবতা তুলে ধরে প্রস্তাব রাখা হয়েছে যেন মণ্ডলী অন্তর্ভুক্তিমূলক হয় অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই কেউ যেন বাদ না পরে। শিশু, যুব, নারী, পিছিয়ে পড়া এবং সমাজ কর্তৃক অবহেলিত-উপেক্ষিত ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীরা যাতে কথা বলতে, মতামত দিতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারে। যখন তা বাস্তবায়ন ঘটবে তখন পরস্পরের মধ্যে সংহতি আসবে। আসলে 'অন্তর্ভুক্তি ও সংহতি' ছাড়া প্রেমপূর্ণ মিলন সমাজ গড়া সম্ভব নয়। অন্তর্ভুক্তি মানে হলো সকলকে সঙ্গে রাখা বা অন্তরে স্থান দেওয়া; কাউকে বাদ না দিয়ে সকলকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলা বা জীবন যাপন করা। আর সংহতি অর্থ অন্যের সাথে এক হওয়া বা একাত্ম হওয়া; প্রতিবেশি ভাইবোনের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হওয়া। স্বার্থপরতা ও অহংকার আমাদেরকে ঈশ্বর ও প্রতিবেশি ভাই-বোনদের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়। কিন্তু ঈশ্বর চান যেন আমরা আমাদের প্রতিবেশি ভাইবোনদের ও তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবেসেই তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করি। ঈশ্বরকে ছাড়া যেমন আমরা কিছুই করতে পারি না; তেমনি প্রতিবেশি ভাইবোনদের সহায়তা ছাড়াও আমরা জীবন যাপন করে পারি না।

মিলনের জন্য প্রয়োজনীয় 'অন্তর্ভুক্তি ও সংলাপ' আমাদের অন্তরেই জন্ম নেয়। আমাদের সদিচ্ছা ছাড়া এই মিলনের যাত্রা সম্ভব নয় আর সদিচ্ছাই আমাদের উদ্বুদ্ধ করে যেন আমাদের অন্তরে আমরা প্রতিবেশি ভাইবোনদের স্থান দিতে পারি এবং তাদের সাথে সংলাপ গড়ে তুলতে পারি। মিলন আকাঙ্খা থেকেই আলাদা আলাদা প্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারী একত্রিত হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ স্বামী-স্ত্রী রূপে পারিবারিক জীবন শুরু করে। পরবর্তীতে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা তথা সংলাপ করে ভালোবাসায় মিলিত হয়ে ঈশ্বরের দান হিসেবে সন্তানকে পরিবারে 'অন্তর্ভুক্ত' করার ইচ্ছা করে। পরিবারের মধ্যেই পরীলক্ষিত হয় অন্তর্ভুক্তি ও সংলাপের একটি স্পৃহা। পরিবারের ছোট গণ্ডিতেই সৃষ্টি হতে পারে সকলকে নিয়ে ও পরস্পরের সাথে একাত্ম হয়ে পথ চলার মনোভাব। পরিবারে যা থাকবে সমাজ ও মণ্ডলীতেও তা বিস্তারিত হবে। পরিবার হলো গৃহমণ্ডলী, যেখানে স্বামী, স্ত্রী ও তাদের সন্তানরা মিলে একটি ক্ষুদ্র মিলন সমাজ গড়ে তোলে। পরিবারের ভালোটা যেমনি মণ্ডলীকে আলো দেয় তেমনি পরিবারের সমস্যা মণ্ডলীকে সমস্যাগ্রস্ত করে তোলে।

বর্তমানে আমাদের পরিবারগুলি বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল-অশান্তি, বৈবাহিক জীবনে অবিশ্বস্ততা ইত্যাদি অনেক পরিবারেই দেখা যায়। তাছাড়া মদ্যপান, অর্থনৈতিক অপরিণামদর্শিতা ও ঋণগ্রস্ততা, ভোগবাদ, অশুভ প্রতিযোগিতা, অন্যের প্ররোচনা, ধৈর্য ও সহনশীলতার অভাব, ইত্যাদি কারণে পরিবারে অশান্তি-অমিল বেড়েই চলেছে। এইসব কারণে অনেক খ্রিস্টীয় পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। অনেক পরিবারের সন্তানরাও মাদক, মোবাইল ও ইন্টারনেটে আসক্ত হয়ে পড়াশুনা ছাড়ছে, বেকার হয়ে পরিবারে ও সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করছে। কোন কোন পরিবারে প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীগণ অবজ্ঞা ও অবহেলায় দিনাতিপাত করছেন। এমনিতর অবস্থায় কোন কোন ব্যক্তি ও পরিবার নিজে থেকেই পিছিয়ে যাচ্ছে। সমস্যা থাকলেও কোনভাবেই কোন ব্যক্তি ও পরিবারকে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ থেকে বাদ দেওয়ার চিন্তা করতে হবে না। বরং তাদের সমস্যা উত্তরীয়ে কিভাবে স্বাভাবিকতায় আনা যায় সেব্যাপারে সকলকে একযোগে চিন্তা ও কাজ করতে হবে। এভাবেই আমরা তৃণমূল পর্যায়ে সংহতি আনতে পারবো। পরস্পরের পাশে দাঁড়াতে পরিবারগুলিকেই সক্রিয় হতে হবে।

মিলনধর্মী সমাজ ও মণ্ডলীতে ধর্মপল্লী বা ধর্মপ্রদেশের অনেক ভাল কাজের সাথে সম্ভবপর সকলকে জড়িত করার ব্যবস্থা যেমনি দরকার তেমনি ব্যক্তি আমাদেরকেও ভালত্ব নিয়ে এগিয়ে যাবার ইচ্ছা থাকা দরকার। এ দু'য়ের সংযোগ সাধিত হলেই মিলন আসবে সমাজে ও মণ্ডলীতে। †

আর যেখানে লোকে তোমাদের গ্রহণ না করে ও তোমাদের কথাও না শোনে, সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময়ে তাদের উদ্দেশে সাক্ষ্যস্বরূপ তোমরা পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেল। (মার্ক ৬:১১)

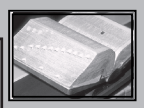

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

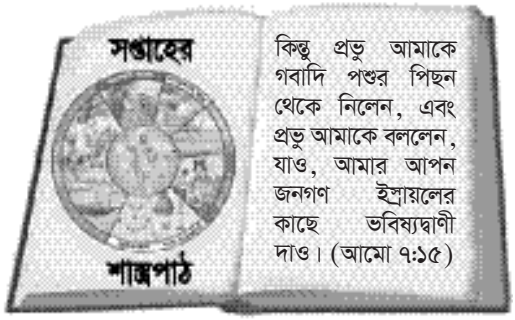

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৪ জুলাই - ২০ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

১৪ জুলাই, রবিবার
আমো ৭: ১২-১৫, সাম ৮৫: ৮, ৯-১৩, এফে ১: ৩-১৪ (সংক্ষিপ্ত - ১: ৩-১০), মার্ক ৬: ৭-১৩

১৫ জুলাই, সোমবার
সাধু বোনাভেঞ্চার, বিশপ ও আচার্য, *স্মরণদিবস*
ইসা ১: ১০-১৭, সাম ৫০: ৮-৯, ১৬-১৭, ২১,২৩,মথি ১০: ৩৪–১১: ১

১৬ জুলাই, মঙ্গলবার
কার্মেল রাণী ধন্যা কুমারী মারীয়া
ইসা ৭: ১-৯, সাম ৪৮: ১-৭, মথি ১১: ২০-২৪

১৭ জুলাই, বুধবার
ইসা ১০: ৫-৭, ১৩-১৬, সাম ৯৪: ৫-১০, ১৪-১৫, মথি ১১: ২৫-২৭

১৮ জুলাই,বৃহস্পতিবার
ইসা ২৬: ৭-৯, ১২, ১৬-১৯, সাম ১০২: ১২-২০, মথি ১১: ২৮-৩০

১৯ জুলাই, শুক্রবার
ইসা ৩৮: ১-৬, ২১-২২, ৭-৮, সাম ইসা ৩৮: ১০-১২, ১৬, মথি ১২: ১-৮

২০ জুলাই, শনিবার
সাধু আপোল্লিনারিস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
মিখা ২: ১-৫, সাম ১০: ১-৪, ৭-৮, ১৪, মথি ১২: ১৪-২১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৪ জুলাই, রবিবার
+ ১৯৬৫ সি. এম. তেরেজা, ডু টি. এসএসএমআই (ময়ঃ)
+ ২০০৫ ফা. আম্পেলিও গাসপারত্তো, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১২ সি. মেরী জো রোজারিও, আরএনডিএম (ঢাকা)

১৫ জুলাই,সোমবার
+ ১৯৮৯ মাদার লিওনিল্লা হেবার্ট, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৩ সি. ডরোথি রোজারিও, এলএইচসি (চট্টগ্রাম)

১৬ জুলাই, মঙ্গলবার
+ ১৯৯৭ ফা. যোসেফ পোয়ারিয়ের, সিএসসি
+ ২০০৯ ফা. জন বার্কমোয়ার, সিএসসি
+ ২০১৮ ফা. জ্যোতি গমেজ (ঢাকা)
+ ২০১৮ সি. মেরী শিশিল, এসএমআরএ (ঢাকা)

১৭ জুলাই, বুধবার
+ ১৯৭০ ফা. ফর্তুনাতো দে পাউলি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭২ ফা. গুইদো মার্গুত্তি (দিনাজপুর)
+ ১৯৮১ ব্রা. জর্জ নোক্স্, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৩ সি. মেরী মাইকেল, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

১৮ জুলাই,বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৬ সি. সিলভিয়ো কেমেন্ট, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফা. যোসেফ এ, ডি সুজা, এসজে (ঢাকা)
+ ২০০৯ সি. আনুনচাতা দ্রাগোনী, পিমে (রাজশাহী)

১৯ জুলাই, শুক্রবার
+ ১৯৬৩ ফা. মাসসিমো তেরুজ্জি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০০ ফা. ফিলিপ পেইয়োঁ (চট্টগ্রাম)
+ ২০২১ সি. মেরী সহায়, এসএমআরএ (ঢাকা)

২০ জুলাই, শনিবার
+ ১৯৭১ ব্রা. আম্ব্রোয়াজ দিয়ন, সিএসসি
+ ২০০৫ সি. মেরী এ্যান, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১২ সি. ফিলোমিনা কুইয়া, সিএসসি (ইউএসএ)
+ ২০১৭ সি. মেরী জেভিয়ার, আরএনডিএম

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

১৭৬৬ "ভালবাসা হচ্ছে অন্যের মঙ্গল বাসনা করা।" মঙ্গলের প্রতি মানব হৃদয়ের এই প্রথম গতির মধ্যে নিহিত আছে মানুষের অন্য সকল আবেগ-অনুভূতির উৎস। কেবলমাত্র মঙ্গলকেই ভালবাসা যায়। প্রবৃত্তিগুলো "মন্দ হয় যদি ভালবাসা মন্দ হয়, কিন্তু ভালবাসা মঙ্গল হলে প্রবৃত্তিগুলোও ভাল বলে গণ্য হয়"।

॥ খ ॥ প্রবৃত্তিসমূহ ও নৈতিক জীবন

১৭৬৭ প্রবৃত্তিসমূহ নিজ থেকে ভালও নয় বা মন্দও নয়। এগুলোর প্রতি নৈতিকতা আরোপ করা যায় ততখানি, যতখানি সেগুলো করা যায় কার্যকরীভাবে বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে জড়িত হয়। প্রবৃত্তিগুলো তখনই স্বেচ্ছাকৃত বলা যায় যখন "সেগুলো ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আদেশ-প্রাপ্ত হয় অথবা ইচ্ছাশক্তি তাদের পথে কোন বাধা সৃষ্টি না করে।" নৈতিক বা মানবিক মঙ্গলের পূর্ণতা অর্জনে প্রবৃত্তিগুলোর ভূমিকা থাকে যখন সেগুলো বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়।

১৭৬৮ প্রবল অনুভূতি ব্যক্তির নৈতিকতা বা পবিত্রতা নিরূপণে কোন ক্ষমতা রাখে না। অনুভূতিগুলো কল্পরাজ্য ও আবেগ-অনুভূতির অফুরান ভাণ্ডার মাত্র, যার মধ্যে নৈতিক জীবন প্রকাশিত হয়। প্রবৃত্তিগুলো নৈতিকভাবে ভাল, যখন তা কোন ভাল কাজে অবদান রাখে, কিন্তু মন্দ হয়, যখন বিপরীত ভূমিকা গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয়ানুভূতির গতিকে, সৎ ইচ্ছাশক্তি নিজের ক'রে নিয়ে, তাকে মঙ্গল ও সুন্দরের দিকে পরিচালিত করে। অসৎ ইচ্ছাশক্তি অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির বশীভূত হয় ও তাদেরকে আরও উত্তাক্ত করে। আবেগ ও অনুভূতিসমূহ ধার্মিকতার মধ্যে গৃহীত হতে পারে, অথবা অ-ধার্মিকতায় বিকৃত হতে পারে।

১৭৬৯ খ্রীষ্টীয় জীবনে স্বয়ং পবিত্র আত্মা তার কার্য সম্পাদন করে থাকেন গোটা ব্যক্তিকে জড়িত ক'রে: তার সকল দুঃখ, ভীতি ও নিরানন্দ, ঠিক যেমনটি দেখা যায় প্রভুর মর্মান্তিক বেদনা ও যাতনার মধ্যে। খ্রীষ্টেতে মানব অনুভূতিসমূহ পূর্ণতা লাভ করতে পারে ভ্রাতৃপ্রেম ও স্বর্গসুখের মধ্য দিয়ে।

১৭৭০ নৈতিকতার পূর্ণতা, কেবলমাত্র মঙ্গলের দিকে মানুষের ইচ্ছাশক্তির পরিচালনার দ্বারাই। অর্জিত হয় না, বরং তার ইন্দ্রিয়ানুভূতির ক্ষুধার দ্বারাও, যেমন সামসঙ্গীতের কথায় আছে: "জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আনন্দ-চিৎকারে ফেটে পড়ে আমার হৃদয়, আমার দেহ"।

সারসংক্ষেপ

১৭৭১ "প্রবৃত্তি" শব্দটি অনুরাগ বা অনুভূতির অর্থ বহন করে। আবেগানুভূতির মধ্য দিয়ে মানুষ মঙ্গল বাসনা করে এবং মন্দকে পরিহার করে।

১৭৭২ প্রধান প্রধান প্রবৃত্তিগুলো হচ্ছে ভালবাসা ও ঘৃণা, বাসনা ও ভীতি, আনন্দ, দুঃখ ও ক্রোধ ।

১৭৭৩ ইন্দ্রিয়ানুভূতির ক্ষুধার গতি হিসেবে প্রবৃত্তিগুলোর মধ্যে নৈতিক ভাল বা মন্দ বলতে কিছু নেই। কিন্তু যখন তারা বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন এগুলো নৈতিকভাবে ভাল ও মন্দ বলে বিবেচিত হয়।

১৭৭৪ আবেগ ও অনুভূতি ধার্মিকতার মধ্যে গৃহীত হতে পারে, অথবা অ-ধার্মিকতায় বিকৃত হতে পারে ।

১৭৭৫ নৈতিকতার পূর্ণতা, কেবলমাত্র মঙ্গলের দিকে মানুষের ইচ্ছাশক্তির পরিচালনার দ্বারাই অর্জিত হয় না, বরং তার "হৃদয়" দ্বারাও।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপালের পালকীয় পত্র - ২০২৪

মিলন সাধনা : অন্তর্ভুক্তি ও সংহতি

খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাইবোনেরা,

বিগত ২ বছর আমরা সিনোডাল বা মিলনধর্মী মণ্ডলীর বিষয় নিয়ে ধ্যান প্রার্থনা করেছি, আলোচনা করেছি এবং সকলে মিলে মণ্ডলীতে একত্রে পথ চলার অঙ্গীকার করেছি ও তা বাস্তবায়নের পথ খুঁজেছি। আমরা সিনোডাল মণ্ডলীতে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণের দায়িত্ব নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি আর সেই দায়িত্ব আমরা কিভাবে পালন করতে পারি সেই প্রশ্নেরও উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছি। আমরা কতটুকু সফল হয়েছি তা আমরা নিজেরাই অনুধাবন করতে পারছি। তবে এই কথা ঠিক আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে এই সিনোডাল মণ্ডলীর বাস্তবায়নের পথে।

মিলনের জন্য দরকার 'অন্তর্ভুক্তি' ও 'সংলাপ' যা আমাদের অন্তরেই জন্ম নেয়। আমাদের সদিচ্ছা ছাড়া এই মিলনের যাত্রা সম্ভব নয় আর সদিচ্ছাই আমাদের উদ্বুদ্ধ করে যেন আমাদের অন্তরে আমরা প্রতিবেশি ভাইবোনদের ও প্রতিবেশিকে স্থান দিতে পারি এবং তাদের সাথে সংলাপ গড়ে তুলতে পারি। তবে এটা সত্য যে মানব সমাজে আমরা এখনো মিলন, শান্তি ও সংহতি গড়তে পারিনি। চারিদিকে দ্বন্দ্ব-বিবাদ, ধনী-দরিদ্রদের মধ্যে বৈষম্য, অন্যায্যতা ও অশান্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং প্রকৃতির প্রতি মানুষের বৈরী আচরণ পৃথিবীকে করে তুলেছে সংঘাতময় ও নিরাপত্তাহীন আবাসগৃহ; ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এই পৃথিবী ক্রমেই হয়ে যাচ্ছে অনিশ্চিত অভিযাত্রা। ঈশ্বরের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে ও প্রকৃতির সঙ্গে একক ব্যক্তি বা মানব সমাজ হিসেবে আমাদের সম্পর্ক হয়ে পড়ছে নিম্নমুখী। মানব সমাজে আমরা স্বার্থপরভাবে অন্যকে বাদ দিয়ে শুধু নিজে স্বার্থ হাসিলের জন্য যা করা উচিত নয় আমরা তাই করে যাচ্ছি। অথচ আমরা জানি আমরা নিজেরা যতই চেষ্টা করি না কেন আমরা ঐসব কিছুতে সার্থকতা বা শান্তি লাভ করতে পারি না। সামসঙ্গীতে যেমন বলা হয়েছে, "ঈশ্বর নিজেই যদি গৃহটি না নির্মাণ করেন, বৃথাই হয় নির্মাণকর্মীদের এত পরিশ্রম" *(সাম ১২৭:১)*। আমরা আমাদের নিজেদের শক্তিতে কিছুই করতে পারব না, যদি ঈশ্বর আমাদের সাহায্য না করেন। তাই আমাদের জীবনে ও কাজে, সকল কিছুতেই ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা মেনে চলব যেন আমরা সফল হতে পারি-আমাদের আত্মায় বেড়ে উঠতে পারি।

অন্তর্ভুক্তি (Inclusivity) ও সংহতি (Solidarity) ছাড়া প্রেমপূর্ণ মিলন সমাজ গড়া সম্ভব নয়। অন্তর্ভুক্তি মানে হলো সকলকে সঙ্গে রাখা বা অন্তরে স্থান দেওয়া; কাউকে বাদ না দিয়ে সকলকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলা বা জীবন যাপন করা। আর সংহতি অর্থ অন্যের সাথে এক হওয়া বা একাত্ম হওয়া; প্রতিবেশি ভাইবোনের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হওয়া। স্বার্থপরতা ও অহংকার আমাদেরকে ঈশ্বর ও প্রতিবেশি ভাই-বোনদের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে ঈশ্বর আমাদের সকলকে সমান ভালোবাসা দিয়ে সমান করেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি চান যেন আমরা আমাদের প্রতিবেশী ভাইবোনদের ও তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবেসেই তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করি। ঈশ্বরকে ছাড়া যেমন আমরা কিছুই করতে পারি না; তেমনি প্রতিবেশি ভাইবোনদের সহায়তা ছাড়াও আমরা জীবন যাপন করতে পারি না।

আদম ও হবার প্রধান পাপ ছিল যে তারা নিজেদের বুদ্ধিতে ও চেষ্টায় স্বর্গে যেতে চেয়েছিল; তাই তারা ঈশ্বরের কথা শোনেনি ও তাঁর নির্দেশ মানেনি। তাদের পাপ তাদের জন্য নিয়ে এসেছে একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতা; তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে, নিজেদের কাছ থেকে, অন্য মানুষদের কাছ থেকে ও প্রকৃতি-পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আর ঈশ্বর-বিহীন মানুষদের কি অবস্থা হয়, আমরা তা বাবেলের ঘটনায় প্রত্যক্ষ করতে পারি *(আদি ১১:১-৯)*। পক্ষান্তরে আমরা পঞ্চাশত্তমীর ঘটনায় দেখতে পাই পবিত্র আত্মা খ্রিস্টবিশ্বাসীদের এক করে তুলেছেন। প্রেরিতদূতদের উপদেশ বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষেরা নিজেদের ভাষায় শুনেছিল ও বুঝেছিল *(প্রেরিত ২:১-৪১)*। তাই পবিত্র আত্মাই হচ্ছেন একতা বা একাত্মতার উৎস ও কারিগর। পবিত্র আত্মাকে বাদ দিয়ে আমরা কখনোই মিলন সমাজ গড়তে সক্ষম হতে পারব না।

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা বইয়ে লেখা আছে: "খ্রিস্টের আশ্রয়ে মণ্ডলী একটি সংস্কার বা সাক্রামেন্তরূপ, অর্থাৎ পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলন ও সমস্ত মানুষের মধ্যে একতার চিহ্ন ও উপায়স্বরূপ খ্রিস্টমণ্ডলীর সঙ্গে তার সেই মিলন, সেহেতু খ্রিস্টমণ্ডলী মানবজাতির মধ্যে একতারও সংস্কার। তার মধ্যে এই একতা ইতোমধ্যেই সূচিত হয়েছে, কারণ প্রতিটি জাতি, গোষ্ঠি, দেশ ও ভাষার মানুষকে সে ইতোমধ্যে সমবেত করতে শুরু করেছে। একই সময়ে মণ্ডলী হলো ভাবী একতার পূর্ণ বাস্তবায়নের চিহ্ন ও উপায়" (কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা-৭৭৫)।

মিলন বা Communion কথাটি এসেছে লাটিন শব্দ Communio থেকে, গ্রীক ভাষায় যার অর্থ Koinonia অর্থাৎ যারা একটি দেয়াল ঘেরা স্থানে বা একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক স্থানে পারস্পরিক কল্যাণের উদ্দেশে বসবাস করে। এই অর্থেই মণ্ডলী একটি সংস্কারীয় বা কল্যাণকারী সমাজ বা সামাজিক সংস্কার। নতুন নিয়মে সাধু পল মণ্ডলীকে তুলনা করেছেন খ্রিস্টের দেহরূপে। তাঁর মতে 'কইনোনিয়া' হলো সেই সব মানুষের সমাজ যারা একই প্রকার বাস্তবতা বা অবস্থার মধ্যে বসবাস করে (১ করি ১০:১৫-১৭; ১২: ১২, ২৬-২৭)। তবে মাণ্ডলীক 'কম্যুনিয়ন' কোন সামাজিক বা গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর নয় বরং ঐশতাত্ত্বিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। এর ফলে মণ্ডলীর প্রতিটি সদস্য খ্রিস্টদেহ গ্রহণ করে অর্থাৎ খ্রিস্টের জীবনে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সেই দেহের অংশী হয়ে ওঠে যার মস্তক হলেন স্বয়ং খ্রিস্ট। সেই দেহের চালিকাশক্তি হলো 'পবিত্র আত্মা'। মণ্ডলীতে এই মিলন পূর্ণভাবে রূপায়িত হয় পবিত্র খ্রিস্টযাগে বা রুটিভাঙ্গার অনুষ্ঠানে।

খ্রিস্টপ্রসাদের পুণ্যভোজ গ্রহণ করে যাজক ও খ্রিস্টবিশ্বাসীরা হয়ে ওঠে 'এক রুটি ও এক দেহ'- সেই জীবন্তদেহ যার মস্তক স্বয়ং খ্রিস্ট।

কিন্তু আমরা জানি যে জাগতিক বাস্তবতা হলো, আমরা আমাদের জীবন বা পরিচয় থেকে অন্যদের বাদ দিতে চেষ্টা করি। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ভৌগলিক স্থান, বিদ্যাপীঠ, চামড়ার রং, ধর্ম, বর্ণ, ইত্যাদি অনেক কারণে আমরা মানব সমাজে বিভেদ ও বৈষম্য দেখতে পাই। বিভিন্ন স্থানের মণ্ডলীতেও এই বিভেদ ও বৈষম্য রয়েছে; রোমে অনুষ্ঠিত সিনড সভার প্রতিবেদনেও এই বিষয়টি উঠে এসেছে। আমাদের ধর্মপ্রদেশও এই বিষয়টি থেকে মুক্ত নয়। তাছাড়া এখানে ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্য রয়েছে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মতই। বাংলাদেশের সর্বত্রই রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রভাবশালীরা অন্যদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক ও অন্যায্য আচরণ করে। আমাদের মণ্ডলীতে বয়স ও লিঙ্গ নিয়েও বিভেদ ও বৈষম্য দেখা যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহযোগিতা-সহভাগিতা ও আদান-প্রদান করার মত মনোভাবের অভাব রয়েছে। এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় কিন্তু সহজেই কিছু পরিবর্তন হয় না। অথচ আমরা সকলে একই ঈশ্বরের সৃষ্ট: "আমার সমস্ত সত্তা তোমারই রচনা; মাতৃগর্ভে তুমিই তো বুনে বুনে গড়েছ আমায়! এই আমি, এই যে সৃজন, কত না আশ্চর্য অপরূপ, সেই ভেবে আমি করি তোমারই বন্দনা" *(সাম ১৩৯:১৩-১৪)*। ঈশ্বরের কাছে আমরা সকলেই মহামূল্যবান; সকলেই আমরা সমান। খ্রিস্টসমাজে যিশুর শিক্ষা বাস্তবায়ন করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন বিকল্প নেই। আমাদের অবশ্যই সকল প্রকার বিভেদ ও বৈষম্য জয় করে অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ গড়ে তুলতে হবে। তবেই তা হবে সত্যিকারের খ্রিস্টদেহরূপ মণ্ডলী।

বিগত ২ বছরেরও অধিক সময় ধরে আমরা আমাদের ধর্মপ্রদেশকে একটি সিনোডাল মণ্ডলী হিসেবে গড়ে তোলার বিষয় নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা করেছি। গত বছর রোমে অনুষ্ঠিত বিশপগণের সিনড থেকেও আমরা একটি দলিল পেয়েছি যা আমাদের সিনড সংক্রান্ত অনুধ্যানকে আরও পরিষ্কার ও বেগবান করবে। একটি বিষয় সেখানে খুবই স্পষ্ট হয়েছে আর তা হলো: মণ্ডলী হবে অন্তর্ভূক্তিমূলক যেখানে সকলেরই স্থান রয়েছে; আর পবিত্র আত্মা সকলকে একই বন্ধনে আবদ্ধ করে এক দেহ করে তোলে। সামাজিক মিলন, অন্তর্ভূক্তি ও সংলাপের মধ্য দিয়ে আমরা সেই মাণ্ডলীক সমাজ স্থাপন করতে পারি। যিশু পিতার কাছে প্রার্থনা করেছেন যেন আমরা এক হতে পারি: "হে পিতা, আমরা যেমন এক তারাও সকলেই যেন এক হতে পারে" *(যোহন ১৭:২১-২৩)*। সাধু পল করিন্থীয়দের কাছে পত্রে লিখেছেন: "আমাদের দেহ এক, অথচ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক, এবং দেহের অঙ্গগুলি অনেক হয়েও সবক'টি মিলে এক দেহই হয়। খ্রিস্টও ঠিক তেমনি! কারণ একই পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরা সকলেই দীক্ষাস্নাত হয়ে একই দেহের অঙ্গ হয়ে উঠেছি - তা আমরা ইহুদী বা অনিহুদী, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ, যা-ই হই না কেন। এবং সেই একই আত্মার উৎস থেকে আমাদের সকলকেই পান করতে দেওয়া হয়েছে" *(১ করি ১২:১২-১৩)*।

মণ্ডলী প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলে পরিবারের বিষয় উঠে আসে। পরিবার হলো গৃহমণ্ডলী, যেখানে স্বামী, স্ত্রী ও তাদের সন্তানরা মিলে একটি ক্ষুদ্র মিলন সমাজ গড়ে তোলে। সাধু বোনাভেঞ্চার বলেছেন বৃহৎ মণ্ডলী যেমন একটি মিলন সমাজ, তার ক্ষুদ্ররূপ হলো খ্রিস্টীয় পরিবার। পরিবারের সমস্যা মণ্ডলীকে সমস্যাগ্রস্ত করে তোলে। বর্তমানে আমাদের পরিবারগুলি বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল-অশান্তি, বৈবাহিক জীবনে অবিশ্বস্ততা, চাকুরীর কারণে একজন অন্যজনের কাছ থেকে দূরে অবস্থান করার কারণে বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচার, ইত্যাদি অনেক পরিবারেই দেখা যায়। তাছাড়া মদ্যপান বা নেশা করা, অর্থনৈতিক অপরিণামদর্শিতা ও ঋণগ্রস্ততা, ভোগবাদ (consumerism) ও আপেক্ষিকতাবাদ (relativism), অশুভ প্রতিযোগিতা, অন্যের প্ররোচনা, ধৈর্য ও সহনশীলতার অভাব, ইত্যাদি কারণে পরিবারে অশান্তি-অমিল বেড়েই চলেছে। এইসব কারণে অনেক খ্রিস্টীয় পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। অনেক পরিবারের সন্তানরাও বিভিন্নভাবে সমস্যাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে আর পরিবারে সমস্যা সৃষ্টি করছে। তাদের অনেকে মাদকাসক্ত হচ্ছে, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটে আসক্ত হয়ে পড়ছে, লেখাপড়ায় অমনোযোগী হচ্ছে, পরিবারে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করছে, ইত্যাদি। কিছু কিছু পরিবারে প্রবীণগণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অবজ্ঞা ও অবহেলায় বসবাস করছে। এইসব কারণে পরিবারে মিলনের পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। পরিবারে নারীর অধিকার ও মর্যাদার ঘাটতি রয়েছে। এইসব সমস্যা এখনই দূর করা না গেলে ভবিষ্যতে পরিবারগুলি আরও বড় সমস্যায় পড়বে। তাই পরিবারগুলিতে আরও পালকীয় সেবা বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। তবে এই পালকীয় সেবা কাজ শুধু যাজক বা ধর্মব্রতীদের নয়; এই কাজে পরিবারগুলিকেই সক্রিয় হতে হবে। পরিবারগুলিকে উন্মুক্ত হয়ে অন্য পরিবারকে সাহায্য করার মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। নিজেদের পরিবারে মিলন গড়ে তুলে তাদের হতে হবে "পরিবারের জন্য পরিবার"। সাধু পোপ জন পল তাঁর পারিবারিক মিলনবন্ধন নামক পত্রে বলেছেন, "পরিবার, তুমি যা তা-ই হয়ে ওঠ" (১৯৮১)। তাঁর মতে পরিবার হলো জীবন ও প্রেমের সমাজ- যা গোটা সমাজকেই রূপান্তরিত করতে পারে।

শুধু পরিবারই নয় আমাদের গোটা সমাজ ও সংস্কৃতিও এখন নানা সমস্যায় জর্জরিত। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লীগুলিতে খ্রিস্টভক্তদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অনেক সমস্যা, অশান্তি ও অন্যায্যতা রয়েছে। যিশুর শিক্ষা পরিপন্থী অনেক আচরণ ও কর্মকাণ্ড সেখানে দেখা যায়। অনেক পরিবার দরিদ্রতার কারণে সন্তানদের যথাযথ শিক্ষা ও গঠন দিতে পারছে না। মাদকাসক্তি, অন্যায্যতা, অপরিণামদর্শী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, অশুভ প্রতিযোগিতা, সন্তানদের বখাটেপনা, ইত্যাদি কারণে সমাজে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। গ্রাম বা পাড়ায় সামাজিক মিলন ও সংহতি এখন খুব কম দেখা যায়। সমাজের নেতৃত্ব দুর্বল থাকায় সেখানে অনেক প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। সামাজিক বিচার আচারে ন্যায্য বিচার হয় না; বরং বিভিন্নভাবে দুর্বলদের উপর নির্যাতন ও অন্যায়ভাবে দায় চাপানো হয়। পরিবারে যেমন সমাজেও তেমনি নারীকে যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার দেওয়া হয় না। পূর্বের ন্যায় এখন সমাজের লোকেরা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ও পারিবারিক মিলন মেলায় সমবেত হয় না। আর তা হলেও আগের মত আর সহভাগিতা, সহযোগিতা ও সামাজিক সংহতির আমেজ থাকে না। তাই সমাজে যেন পারস্পরিক ভালোবাসা ও মিলনের আনন্দ গড়ে ওঠে সেইজন্য সমাজের নেতৃত্বকে খ্রিস্টীয় আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। যিশু যেমন বলেছেন আমাদের সেই রকমই হতে হবে: "তোমরা পরস্পরকে ভালোবাস। আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালোবাস" *(যোহন ১৩:৩৪)*।

আমরা যে সংস্কৃতির মানুষই হই না কেন আমাদের যিশুর শিক্ষা মেনে চলতে হবে। কোন সংস্কৃতি বা স্থানীয় আচার-আচরণ যিশুর শিক্ষাকে

অবজ্ঞা করতে পারে না। যদি স্থানীয় সংস্কৃতি বা রীতিনীতি যিশুর বা মণ্ডলীর শিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করে তাহলে সেই সংস্কৃতি বা রীতিনীতি খ্রিস্টানরা পালন করতে পারে না। মঙ্গলসমাচার ও মণ্ডলীর আইন খ্রিস্টানদের কাছে সকল আইনের উর্ধ্বে। এমনকি রাষ্ট্রও খ্রিস্টানদের মঙ্গলসমাচারের শিক্ষা অনুসরণ করতে বাধা দিতে পারে না। তাই আমরা চিন্তা করে দেখব কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের সামাজিক মিলনের জন্য বাধা সৃষ্টি করছি ও আমাদের অন্য ভাইবোনদের বিশ্বাসের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করছি। সেই সব বাধা যত শীঘ্র সম্ভব আমরা যেন অপসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করি। সাধু পল এফেসীয়দের কাছে লিখেছেন: "তোমাদের মধ্যে কোন তিক্ততা, কোন রোষ-আক্রোশ রেখো না; কোন কটু কথা, কোন ক্রুদ্ধ চিৎকার, কোন-রকম অনিষ্ট-কামনা, আর নয়। তোমরা একে অন্যের প্রতি সহৃদয় হও, হও কোমলপ্রাণ। পরস্পরকে তোমরা ক্ষমা করে নাও, যেমন খ্রিস্টে তোমাদের আশ্রয় দিয়ে পরমেশ্বরও তোমাদের ক্ষমা করেছেন" *(এফেসীয় ৪:৩১-৩২)*। তাছাড়া প্রভুর প্রার্থনায় বলি, 'আমরা যেমন অপরাধীকে ক্ষমা করি তেমনি তুমিও আমাদের ক্ষমা কর' *(মথি ৬:৯-১৩)*। ক্ষমা না করলে আমরা সামাজিক মিলন কখনোই আশা করতে পারব না।

আমাদের ধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লীগুলিতে অনেক সুন্দর বা ভাল কাজ হচ্ছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানে সর্বত্র বা সর্বদা মিলনের চিত্র দেখা যায় না। সেখানে অনেক সময় বা অনেকবার হিংসা, রেষারেষি, বিবাদ-বিম্বাদ, অমিল, পরস্পরকে দোষাদোষি ও অসহযোগিতার পরিবেশ দেখা যায়। সাধু যোহন তাঁর ১ম পত্রে বলেছেন: "প্রীতিভাজনেরা, এসো আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি, কারণ ভালোবাসা ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে। যে-কেউ ভালোবাসে সে পরমেশ্বরের সন্তান, সে পরমেশ্বরকে জানে। ভালো যে বাসে না সে পরমেশ্বরকে জানে না, কারণ পরমেশ্বর যে প্রেমস্বরূপ। আমাদের প্রতি পরমেশ্বরের ভালোবাসা এতেই প্রকাশিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে এই জগতে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাঁর দ্বারাই আমরা জীবন লাভ করি" *(যোহন ৪:৭-৯)*। সেই জীবন হল খ্রিস্ট-প্রেমের জীবন। তাই আমরা প্রতিদান পাবার আশায় যেন কোন ভালোবাসা বা পরোপকারের কাজ না করি। "কোন ভোজ সভার আয়োজন করলে যত গরীব, পঙ্গু, খোঁড়া আর অন্ধ লোকদেরই নিমন্ত্রণ কর। তাহলে ধন্যই হবে তুমি, কারণ প্রতিদান দেবার মত সামর্থ্য তাদের যে নেই" *(লুক ১৪:১৩-১৪)*। আমাদের ধর্মপল্লীগুলিতে যেন সেই রকম পরিবেশ বিরাজ করে। ধর্মপল্লী হবে অন্তর্ভূক্তিমূলক; এটা সকলেরই আশ্রয়স্থল।

তাছাড়া আমাদের ধর্মপল্লীগুলিতে থাকতে হবে সংলাপের চর্চা, যা পারস্পরিক ভালোবাসা প্রকাশেরই একটি মাধ্যম। সেখানে বড়-ছোট, ধনী-গরীব, মূলধারা-প্রান্তিক জনগোষ্ঠি, আদিবাসী-বাঙ্গালী, শিশু-যুবক-প্রবীণ, ইত্যাদি সকলের মধ্যে থাকতে হবে সংলাপ ও সংহতি। এইভাবেই আমাদের ধর্মপল্লীগুলিতে যে বৈষম্য ও ভেদাভেদ রয়েছে তা দূর করতে হবে। সেখানে প্রতিটি গ্রামে বা ব্লকে সকলকে নিয়ে গড়তে হবে 'ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ', যে সমাজ হবে ভালোবাসা ও আদান-প্রদানের একটি আদর্শ সমাজ। যিশুর শিক্ষা মত সেখানে যদি ভালবাসা থাকে "তাতেই তো সকলে বুঝতে পারবে, তোমরা আমার শিষ্য" *(যোহন ১৩:৩৫)*। এটাই হবে মণ্ডলী হওয়ার নতুন পথ কারণ আমরা যারা দীক্ষিত আমরা সকলেই হয়ে উঠেছি নতুন মানুষ। তাই মনে রাখতে হবে, আমরাই হলাম মণ্ডলী আর মণ্ডলী আমাদের নিয়েই গড়ে উঠেছে। আমরা যদি মণ্ডলীর জন্য আমাদের অবদান না রাখি তাহলে মণ্ডলীও আমাদের জন্য কিছু করতে পারবে না।

মণ্ডলীতে মিলন স্থাপনের দায়িত্ব সকল বিশ্বাসী ভক্তের। যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও খ্রিস্টভক্ত সকলেরই ভূমিকা রয়েছে সেখানে। সকলেই সেখানে মিলন সাধনা করবে, অংশগ্রহণ করবে ও প্রেরণকাজ করবে। মণ্ডলী হবে সম্পূর্ণরূপে 'সিনোডাল' বা মিলনধর্মী। আমাদের ধর্মপল্লীগুলির জন্য মডেল হলো আদি খ্রিস্টমণ্ডলি যেখানে "প্রেরিতদূতেরা যা কিছু উপদেশ দিতেন, সকলে তা নিষ্ঠার সঙ্গে শুনতো; তারা মিলে মিশেই জীবন যাপন করত এবং নিয়মিতভাবেই রুটিভাঙ্গার অনুষ্ঠানে যোগ দিত। খ্রিস্টবিশ্বাসীরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ ছিল; তাদের সব কিছুই ছিল সকলের সম্পত্তি" *(প্রেরিত ২:৪২)*। তাদের মধ্যে যে সহভাগিতা ও সহযোগিতার জীবন ছিল তা হয়তো আমরা সব কিছুই অনুসরণ করতে পারব না। কিন্তু আমাদের মধ্যে যেন সেই মনোভাব থাকে আমরা সে-ই চেষ্টাই করব।

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দটি হবে 'খ্রিস্ট জুবিলী'র বছর। অর্থাৎ আমরা পালন করব খ্রিস্টজন্মের ২০২৫ বর্ষপূর্তির উৎসব। সেই উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস আমাদের প্রস্তুতিমূলক প্রার্থনা করতে বলেছেন। আমরা গভীর বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করব যেন আমরা আগামী বছর জুবিলী পালনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রচুর আশীর্বাদ লাভ করতে পারি। যিশু নিজেই আমাদের শিখিয়েছেন কেমন করে প্রার্থনা করতে হয় *(মথি ৬:৯-১৩)*। আর আমরা পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করব কারণ যিশু বলেছেন, "আমার নামে তোমরা যা কিছু চাইবে, তা তোমাদের দেওয়া হবে" *(যোহন ১৪:১৩-১৪)*। যিশু আরও বলেছেন, "তোমরা যদি বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা যা প্রার্থনা করবে, তা তোমাদের দেওয়া হবে" *(মথি ২১:২২)*। "তোমরা চাও তোমাদের দেওয়া হবে, খোঁজ কর তোমরা খুঁজে পাবে, দরজায় ঘা দাও তোমাদের জন্য দরজাটি খুলে দেওয়া হবে" *(মথি ৭:৭)*। এই বছর আমরা পুণ্যপিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রার্থনা করব 'আশার তীর্থযাত্রী' হয়ে। আমরা প্রার্থনা করব যেন আমাদের মিলনের আশা পূর্ণ হয়: আমরা যেন মিলতে পারি ঈশ্বরের সঙ্গে আর আমাদের সকল ভাইবোনের সঙ্গে। যিশু বলেছেন, "যেখানে দুই বা তিনজন একত্রে আমার নামে মিলিত হয় সেখানে তাদের মাঝখানে আমি আছি" *(মথি ১৮:১৯-২০)*। ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টযাগ ও সংস্কারীয় অনুষ্ঠানসমূহ খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে মিলন সৃষ্টি করে; আর রোজারিমালা প্রার্থনা পরিবারের সদস্যদের এক করে তোলে। 'যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সেই পরিবার সর্বদা একত্রে থাকে'। শুধু এই পৃথবীতে নয়, আমরা মিলিত হব স্বর্গরাজ্যে। আসুন তাই আমরা মিলন সাধনা করি - আমাদের পরিবারে, সমাজে ও ধর্মপল্লীতে ভাইবোনদের সঙ্গে অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সংহতিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলি।

+ বিশপ জের্ভাস রোজারিও
রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ

সিনোডাল মণ্ডলী: বিশ্বাস, প্রার্থনা ও সাক্ষ্যদান

আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ, ওএমআই

বিশ্বাস

ভূমিকা: পালকীয় সম্মেলন - ২০২৪ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ এর বিষয়বস্তু হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছে: সিনোডাল মণ্ডলী: বিশ্বাস, প্রার্থনা এবং সাক্ষ্যদান। সিনোডাল মণ্ডলী প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো: মণ্ডলী হলো মিলন সমাজ, যেখানে সবার অংশগ্রহণ থাকবে এবং প্রত্যেকের অবস্থান ও সাধ্য অনুসারে মিশন দায়িত্ব পালন করা। বিশ্বাস ও প্রার্থনার মধ্যদিয়ে আমরা যেমন ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত হই তেমনি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত হই। আমরা একই বিশ্বাস ঘোষণার মধ্যদিয়ে একটি পরিবারে রূপান্তরিত হই। প্রার্থনা ও সাক্ষ্যদানের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের মিশন দায়িত্ব পালন করি।

বিশ্বাস কথাটা অত্যন্ত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী একটি শব্দ যার মধ্য দিয়ে আমরা খুঁজে পাই সকল আশা-ভরসা ও ভালবাসা। প্রতিদিনের জীবনে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশির সাথে মিলে মিশে পরস্পরের উপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে জীবন যাপন করি। এই পৃথিবীর সব কিছুর ওপর বিশ্বাস রেখে যুগ-যুগ ধরে বাস করছি। সর্বোপরি যিনি সমস্ত কিছুর উৎস, প্রভু ও প্রতিপালক, স্বর্গ-মর্ত ও বিশ্বমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা ও অধীশ্বর, যাঁকে আমরা অন্তর দিয়ে খুঁজি ও খুঁজে পেয়ে জীবনের প্রশান্তি লাভ করি, সেই প্রভু ঈশ্বরে আমরা নিরন্তর বিশ্বাস করি: বিশ্বাসে তিনি আমাদের অন্তরের পরম ধন, আমাদের হৃদয়ে প্রেমের ঈশ্বর; বিপদ-সঙ্কুল পৃথিবীতে তাঁরই উপর আমাদের পরম আস্থা ও নির্ভর। এমন প্রেমের ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে পৃথিবীর সমগ্র মানবকূল ধন্য।

বিশ্বাস সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক সবিশেষ ধারণা

১) বিশ্বাস হলো একটা ঐশ উপহার: বিশ্বাস হলো ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া একটা মহামূল্যবান উপহার যা আমরা বিনামূল্যে লাভ করেছি। আর আমাদের দিক থেকে তাঁর উপহারের প্রতি ভক্তিপূর্ণ সম্মতি প্রদান করি। এই উপহার কোন প্যাকেটে বন্দী নয় বরং এটা হলো একটা সম্পর্কের ব্যাপার। একজন এই উপহার গ্রহণ করতে পারে আবার প্রত্যাখানও করতে পারে। আবার এই বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে পারে অথবা এটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, বিশ্বাসের ফলে সে বুঝতে পারে, ঈশ্বর তাকে ভালবাসে। বিশ্বাসের উপহার প্রদানে এবং গ্রহণে ভক্তজন ও ঈশ্বরের মধ্যে একাত্মতার বন্ধনের বিনিময় হয়। এই অনুভূতি ও বিশ্বাস তার জীবনে আনে আমূল পরিবর্তন যা তার জীবনে রূপান্তর ঘটায়। বিশ্বাস ভক্ত ও ঈশ্বরের মধ্যে একটা একাত্মতার বন্ধন সৃষ্টি করে। যে বিশ্বাস করে সে যেন ঈশ্বরকেই স্পর্শ করে। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এ জগতেই সে ঐশজীবনের স্বাদ আস্বাদন করে *(কাথলিক ধর্মশিক্ষা ১৮৪)*। এই বিশ্বাস উপহার হিসাবে ঈশ্বর সবাইকে দান করেন। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে, ঈশ্বরের বাণী ধ্যান করার মধ্য দিয়ে এবং বাণী অনুসারে জীবন যাপন অর্থাৎ প্রতিদিন বিশ্বাস চর্চার মধ্য দিয়ে বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

২) বিশ্বাস শক্তিশালী ও ক্ষমতা সম্পন্ন: পুরাতন সন্ধি-কালে আব্রাহাম ও পিতৃগণ, প্রবক্তা ও মহর্ষিগণ এবং ঈশ্বরের আপন জাতি বিশ্বাসের জীবন যাপন করেছেন। বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছিলেন বলেই তিনি একজন ধার্মিক ও ন্যায়বান বলে গণ্য হয়েছিলেন *(আদি ১৫:১)*। বিশ্বাসের গুণেই একজন ধার্মিক বলে প্রতিপন্ন হয় ও মুক্তি লাভ করবে *(হাবাকুক ২:৪)*। বিশ্বাস হলো ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখা। "ঈশ্বরের ওপর আস্থা রাখে যারা, তারা নিত্যনতুন শক্তি পায় তারা অন্তরে; ঈগলের ডানা নিয়ে উর্ধ্বে উঠে যায়; তারা ছুটে চলে অবিরাম, অথচ ক্লান্তি আসে না তাদের; হেঁটে চলে তারা তবুও ক্লান্ত হয় না কখনও" *(ইসা ৪০:৩১)*। রাজা নাবুকাডনিজার শুনতে পেলেন যে, শাদ্রাক, মেষাক ও আবেদনাগো তার তৈরী স্বর্ণমূর্তির সামনে মাথা নত করেন না। অবাধ্যতার কারণে তাদের শাস্তি হলো আগুনে পুড়ে মরতে হবে। এই তিন যুবকের উত্তর ছিল বিশ্বাসপূর্ণ: আমাদের সদাপ্রভু আমাদের রক্ষা করবেন। তারপর তাদের কথায় আরও গভীর বিশ্বাস প্রকাশ পায়, যদি তিনি আমাদের রক্ষা না-ও করেন তবুও আমরা অন্য দেবতার সামনে মাথা নত করবো না। এই বিশ্বাসের ফলে রাজা নাবুকাডনিজারের আগুন তাদের স্পর্শ করেনি। রাজা স্বীকার করেছিলেন তাদের ঈশ্বরই সত্য ঈশ্বর *(অনুসরণ: ডানিয়েল: ৩:১৪-৩০)*।

নব সন্ধি-কালে নারীকূলে ধন্যা কুমারী মাতা মারীয়ার বিশ্বাস প্রাতঃস্মরণীয়: "যে বিশ্বাস করেছে, সে ধন্যা, কেননা তাঁর নিকট প্রভুর বাক্য পূর্ণ হবে" *(লুক ১:৪৫)*। প্রেরিতশিষ্যগণ প্রভুর উপর বিশ্বাস রেখে চলেছেন: "প্রভু, আপনাকে ছেড়ে আমরা কার কাছে যাব ? অনন্ত জীবনের বাণী যে আপনার কাছে আছে; আর আমরা বিশ্বাস করেছি ও জেনেছি, আপনি ঈশ্বরের পবিত্র জন" *(যো ৬:৬৮-৬৯)*। যিশু তাঁর অনুসরণকারীদের কাছ থেকে বিশ্বাস দাবী করেন *(মথি ৯:২৮; মার্ক ৪:৩৬; লুক ৮:২৫)*। সত্য ও সুন্দর বিশ্বাসের তিনি স্বীকৃতি দান করেন ও প্রশংসা করেন *(মথি ৮:১০; লুক ৭:৯)*। বিশ্বাস অনেক শক্তিশালী ও ক্ষমতা সম্পন্ন। অনেক মানুষ বিশ্বাসের বলে সুস্থতা লাভ করেছে (মথি ১৫:২৮)। বিশ্বাসীদের পক্ষে অসম্ভবও সাধন সম্ভব *(মার্ক ৯:২৩; ১৭;২০; ২১:২১)*। ধার্মিকজন বিশ্বাসের গুণেই পরিত্রাণ লাভ করে *(রোম ১:১৭; গালা ৩:১১)*।

৩) বিশ্বাস হলো সত্য: সর্বোপরি বিশ্বাস হল সত্য, সত্যের শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত। পৃথিবীর মানুষ সর্বদাই পূর্ণ সত্যের সন্ধান করে। সে সত্যকে পূর্ণভাবে লাভ করতে চায়। কিন্তু নিজে থেকে সেথায় পৌঁছতে পারে না। তখন ঈশ্বর তাকে সত্যের অসীম প্রান্তে ডাকেন ও নিয়ে যান; এবং তখন অসীম সত্য যিনি, সেই পরমেশ্বরকে সে বিশ্বাসে দেখতে পায় ও গ্রহণ করে। আমরা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে পারি কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য। ঈশ্বরকে কেউ প্রতারণা করতে পারে না। ঈশ্বরের বিশ্বাসযোগ্যতার উপর এই বিশ্বাস নির্ভর করে। পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট বলেছেন: "বিশ্বাসের নিশ্চয়তা যে কোন নিশ্চয়তার চেয়ে শক্তিশালী"। মানুষ তার জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ পেতে পারে। যিশু ও সাধু-সাধ্বীদের আশ্চর্য কাজ থেকে ঈশ্বরের বিশ্বস্থতার প্রমাণ আমরা লাভ করি।

৪) বিশ্বাস হলো যিশু ও তাঁর বাণী গ্রহণ করা: নতুন নিয়মে বিশ্বাস শুধু ঈশ্বরেই আস্থা স্থাপন নয় বরং যিশুকে গ্রহণ করা। বিশ্বাস হলো প্রেরিতদের দ্বারা প্রচারিত যিশুর বাণী গ্রহণ করা *(প্রেরিত ৪:৪; ১৩:১২; ১৪:১; ১৫:৭)*। প্রভু যিশুর বাণী শ্রবণ করে তাঁর জীবনকে অনুকরণ করা বিশ্বাসের পথে আমাদের জন্য নিত্য অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। প্রভু যিশুর বাণী ধ্যান করে তা জীবন পথের পাথেয় করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রভু যিশুর প্রতি বিশ্বাসের সুন্দর পরিচয় প্রকাশ পায়। বিশ্বাসীগণ বিশ্বাস দ্বারা তাদের জীবন পরিচালিত করে *(২ করি ৫:৭)*। যিশুই হলেন আমাদের কাছে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ ও বাণী।

৫) বিশ্বাস হল শিশুসুলভ সরলতা: শিশু সকল প্রকার যুক্তিতর্কের অনুরাগের উর্ধ্বে উঠে অতি সহজে ভালোবাসার অনুরাগে বিশ্বাস করে। ঈশ্বর আমাদের মাঝে শিশুদের নিয়ত দান করছেন, আমাদেরকে সরল বিশ্বাস সর্বদা দেখাবার জন্যে ও শিশুর মত হয়ে তা ভালোবাসতে। আমাদের

মাঝে আরও আছেন সরল বিশ্বাসের অনেক ক্ষুদ্র ভাই-বোন। সরল বিশ্বাসের পথ স্বর্গে যাবার পথ। যিশু তাই বলেছেন, "যে কেউ শিশুর মত হয়ে ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে কোন মতেই তাতে প্রবেশ করতে পারবে না" *(লুক ১৮:১৭)*।

৬) বিশ্বাস প্রেমপূর্ণ দয়ার সেবা কাজে বিকশিত হয়: হৃদয়ের ভক্তিময় বিশ্বাস পৃথিবীতে দয়ার সেবা কাজের মধ্য দিয়ে বাস্তব ও প্রাণময় হয়। যিশু নিজেই দয়ার বাণী ও দয়ার কাজের মধ্য দিয়ে এবং ক্রুশে আমাদের পরিত্রাণের জন্য দয়াময় আত্মদানে পিতার প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্থতা পূর্ণ করলেন। জগতের অন্তিম দিনে আমাদের দয়ার সেবা-কাজ অনুসারে আমাদের বিশ্বাসের জীবনের পবিত্রতা প্রকাশিত হবে *(মথি ২৫:৩১-৪৬)*। "কার্য বিহীন বিশ্বাস মৃত" *(যাকোব ২:১৫)* : আমাদের বিশ্বাসের জীবনে একদিকে ঈশ্বরের পুণ্য দান ও অপরদিকে আমাদের জীবনের পুণ্য পরিশ্রম এক সাথে মিলিত হয়ে চলছে। পুণ্যপিতা পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট আমাদের আহ্বান করে বলছেন: "বিশ্বাস-বর্ষ হবে দয়াবর্ষ ভালবাসার সাক্ষ্যদানের উত্তম সুযোগ-সময়" ("বিশ্বাসের দ্বার" ধর্মপত্র ১৪)।

৭) বিশ্বাস আমাদের নতুন দৃষ্টি দান করে: বিশ্বাস জাগতিক দৃষ্টির উর্ধ্বে আমাদের অন্তরে নতুন দৃষ্টি দান করে। বিশ্বাসে আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টি লাভ করি; আর তখন তাঁরই চোখ দিয়ে আমাদের পৃথিবী, আমাদের জীবন, সবার সাথে আমাদের অবস্থান, আমাদের সম্পর্ক, আমাদের কর্মসমূহ -- সব কিছুই গভীরতায় দেখতে পাই। এটা অন্তরের একটা নতুন দৃষ্টি। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমরা যেন ঈশ্বরের দৃষ্টিই লাভ করি। বিশ্বাসই আমাদের জীবনের অর্থ দান করে। আমাদের জীবনকে অনুপ্রণিত করে আমাদেরকে শক্তি ও সাহস যোগায়। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যকে আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। অনেক মহামানবগণ এই বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন যাপন করেছেন। বিশ্বাস যেমন তাদের জীবনকে রূপান্তরিত করেছে তেমনি তারাও অনেক মানুষের জীবনকে স্পর্শ করেছেন। তাদের জীবন ও কাজ অনেক মানুষের জীবনকে আলোকিত করেছে। মহাত্মা গান্ধীজী বলেছেন: ভগবানে বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জল ব্যতীত যেমন আমাদের তৃষ্ণা মেটে না তেমনি ঈশ্বরে বিশ্বাস বিহীন আমাদের আত্মার তৃপ্তি হয় না। ধন্যা মাদার তেরেজা বিশ্বাসভরা অন্তর নিয়ে দীন দরিদ্র মানুষের সেবা করেছেন। বিশ্বাস সম্পর্কে তার অভিমত হলো: ঈশ্বরে বিশ্বাস ছাড়া জীবন যাপন করা অসম্ভব। আমরা যখন ঈশ্বরের আস্থা রেখে কোন কাজ করি তখনই আমাদের কাজ সফল ও ফলপ্রসু হয়।

প্রার্থনা, আমাদের জীবন ও আধ্যাত্মিকতা

১) প্রার্থনায় আমরা ঈশ্বরের কাছে বা সান্নিধ্যে আসি ও তাঁর সঙ্গ উপভোগ করি; তাঁর সাথে আমরা মিলিত হই। প্রার্থনায় আমরা তাঁর সাথে আলাপ করি, তাঁর কথা আমি শুনি এবং আমার কথাও তাঁকে বলি। ঈশ্বরের দিকে হৃদয় ও মন তুলে ধরা অথবা ঈশ্বরের কাছে ভাল কোন কিছু যাঞ্চা করাই প্রার্থনা। এখানে প্রশ্ন হলো, আমরা কি আমাদের অহঙ্কার, দাম্ভিকতা নিয়ে ঈশ্বরের সাথে কথা বলি, অথবা নম্র ও অনুতপ্ত হৃদয়ের গভীর তলদেশ থেকে কথা বলি? যে নিজেকে নত করে তাকেই উন্নত করা হবে *(লুক ১৮:৯-১৪)*। নম্রতা হলো প্রার্থনার ভিত্তি। **Padre Pio** বলেন, God's power, indeed, triumphs above everything, but humble and heartfelt prayer wins over God Himself. নম্রতা থাকলেই শুধু আমরা বলতে পারবো: কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়, আমি তো জানি না। তখনই আমরা প্রার্থনা নামক এই দানটি ঈশ্বরের কাছ থেকে পাবার জন্য প্রস্তুত হই। **ঈশ্বর হলেন মানুষ অন্বেষী**। যোহন ৪:১০: যদি তুমি জানতে ঈশ্বরের দান"। সামারীয় মহিলা যে কুয়োর ধারে গিয়েছিলেন ... এখানে আমরা বুঝতে পারি প্রার্থনার স্বরূপ। যেখানে আমরা জলের অন্বেষণে আসি সেখানেই খ্রিস্ট প্রতিটি মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তিনি আমাদের অন্বেষণ করেন এবং আমাদের কাছে জল ভিক্ষা করেন। যিশু তৃষ্ণার্ত, আর আমাদের জন্য ঈশ্বরের এক অতৃপ্ত আকাঙ্খার গভীরতা থেকেই বেরিয়ে আসে তাঁর নিজের জন্য আমাদের কাছে জল-ভিক্ষা। আমরা উপলব্ধি করি বা না-ই করি, এটাই সত্য যে, প্রার্থনা হলো ঈশ্বর ও আমাদের পরস্পরের তৃষ্ণার এক মিলন সাক্ষাৎ। ঈশ্বর তৃষিত যেন আমরা তাঁর জন্য তৃষিত হই। তুমি যদি তাঁর কাছে চাইতে, আর তিনি তোমাকে জীবনময় জল দিতেন। প্রার্থনা হলো জীবন্ত ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দান। প্রার্থনা হলো মুক্তির সেই উদার প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসের এবং ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র যিশু খ্রিস্টের তৃষ্ণার প্রতি প্রেমপূর্ণ সাড়াদান। মাদার তেরেজার জীবনে দেখি: আমি তৃষ্ণার্ত। আমি তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করবো।

২) প্রার্থনার উৎস কোথায়? কোথা থেকে এর শুরু। পবিত্র শাস্ত্র কখনও কখনও বলে প্রাণ আবার কখনও কখনও মন কিন্তু যে শব্দটি সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে সেটা হলো হৃদয় (হাজার বারেরও বেশি)। পবিত্র শাস্ত্র অনুসারে মানুষের হৃদয় প্রার্থনা করে। আমাদের হৃদয় যদি ঈশ্বরের নিকট হতে দূরে থাকে তা হলে আমাদের প্রার্থনা হয়ে উঠে কথা সর্বস্ব। হৃদয় হলো সেই স্থান যেখানে আমি আছি, যেখানে আমি বাস করি। হৃদয় হলো আমাদের সেই একান্ত গোপন কেন্দ্র একমাত্র ঈশ্বরের আত্মাই মানব হৃদয়ের গভীরতম তলদেশে পরিমাপ করতে পারে এবং একে পরিপূর্ণরূপে জানতে পারে। হৃদয় হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্থান। এ স্থানে থাকে সত্য যার দ্বারা আমি বেছে নেই জীবন অথবা মরণ। এটি হলো একটি সাক্ষাৎ ও মিলনের স্থান। ঈশ্বরের সদৃশরূপে আমরা তো তাঁর এই সম্পর্কেই বাস করি: হৃদয় হলো মিলন সন্ধির স্থান। প্রার্থনা হলো খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে একটি সন্ধি সম্পর্ক। তাই প্রার্থনা হলো ঈশ্বর ও মানুষের মধ্য দিয়ে এমন এক ক্রিয়া উৎসারিত হয় পবিত্র আত্মা ও আমাদের অন্তর থেকে এবং যে ক্রিয়া দেহধারী মানব ঈশ্বর পুত্রের মানব ইচ্ছার সংযোগে পিতার দিকে পরিচালিত খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে (এই প্রার্থনা করি পবিত্র আত্মার সংযোগে, হে পিতা তোমরা সঙ্গে জীবনময় ও সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বররূপে তিনি যুগে যুগে বিরাজমান)।

৩) মানুষ ঈশ্বর অন্বেষী: সৃষ্টি কাজে ঈশ্বর প্রত্যেক সত্তাকে শূন্যতা থেকে অস্তিত্বে আহ্বান করেন। তিনি গৌরব ও সম্মানের মুকুটে ভূষিত হয়ে দূতদের পরেই মানুষ "সারা পৃথিবী জুড়ে কি মহিমময় প্রভুর নাম" বুঝতে পারে এবং স্বীকৃতি দান করে। আদিপাপে কলঙ্কিত হলেও মানুষই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি যে তাঁর অস্তিত্বের কারণ তাঁকে পাবার জন্য তার মধ্যে একটা তীব্র আকাঙ্খা রয়েছে। "পরমেশ্বরের জন্য, জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর; কবে যাব, কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ?" *(সাম ৪২:৩)* আবার বলা হয়েছে: "ওগো পরমেশ্বর, ওগো আমার ঈশ্বর, ভোর হতে তোমারই অন্বেষণ করি, তোমারই জন্য আমার দেহ ব্যাকুল --- তোমার দিকে দৃষ্টি রাখি তোমার শক্তি ও গৌরব দেখবার জন্য" *(সাম ৬৩:২-৩)*। ঐশতত্ত্ববিদ Karl Rahner বলেন: There is a deep longing for God in every human heart. ঈশ্বরের জন্য মানুষের এই ঐকান্তিক অন্বেষণ সকল ধর্মই সাক্ষ্য বহন করে *(শিষ্যচরিত ১৭:২৭)*। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ঈশ্বর-ক্ষুধার অভিব্যক্তি গানে গেয়েছেন: "মাঝে মাঝে তবু দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না"। চিরদিন তাঁকে পাওয়ার তীব্র আকাংখা তাঁর অন্তরে সর্বদা বিদ্যমান ছিল। আবার নজরুল তাঁর কবিতায় লিখেছেন: "অন্তরে তুমি আছো, চিরদিন ওগো অন্তরযামী। বাহিরে বৃথাই যত খুঁজি তাই পাই না তোমারে আমি"। অধ্যাত্মবাদের পরম পুরুষ, লালন শাহ্ এর চরম আক্ষেপ: "বাড়ীর কাছে আরশী নগর যেথা এক পরশি বসত করে একদিন না দেখিলাম তাঁরে"। একমাত্র ঈশ্বরই মানুষের এই আকাংখা পূর্ণ করতে পারেন।

প্রার্থনা বিষয়ে Anthony de Mello ভাষ্য: Prayer is basically awareness of the Divine, whereupon the praying person experiences oneness or communion with the Divine and this effects transformation in the praying person. প্রার্থনায় সে উপলব্ধি করে পরমাত্মার উপস্থিতি এই উপস্থিতি তার জীবনে পরিবর্তন ও রূপান্তর আনে। ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য সে তার আধ্যাত্মিক জীবন আরও গভীর করতে সচেষ্ট হয়, দৈন্দিন প্রার্থনা, আধ্যাত্মিক পাঠ ও ধ্যান ও বিবেক-মন পরীক্ষা।

প্রাক্তন সন্ধিতে প্রার্থনা

- মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী জীবন দান করে।
- দেখ ও আস্বাদন কর, প্রভু কেমন মধুময়।
- সামুয়েল: যাজক এলির সঙ্গে মন্দিরে: বল, প্রভু তোমার দাস শুনছে *(১ সামুয়েল ১২:২৩)*।
- মন্দির প্রতিষ্ঠা করার পর রাজা সলোমনের প্রার্থনা: প্রভু যেন সর্বদা ইস্রায়েল জাতির ডাকে সাড়া দেয়, তাদের প্রার্থনা শোনা এবং তাদের ক্ষমা করে। আরও তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যেন সদাপ্রভু বিদেশীদের প্রার্থনাও শোনে যাতে সদাপ্রভুর মহিমা তারা উপলব্ধি করতে পারে (১ রাজা ৮)।
- কার্মেল পর্বতে প্রবক্তা এলিয়ের প্রার্থনা: সদাপ্রভু তাঁর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তাঁর যজ্ঞবলি গ্রহণ করেছিলেন এবং ৪৫০ ভণ্ড প্রবক্তাদের পরাজিত করেছিলেন *(১ রাজাবলী ১৮:২০-৪০)*।

সাম প্রার্থনা প্রাক্তন সন্ধিতে প্রার্থনা বিষয়ক একটি সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এর বৈশিষ্ট্য একান্ত ব্যক্তিগত আবার একান্ত সম্মিলিত। ঈশ্বরের বাণী হয়ে উঠে মানুষের প্রার্থনা।

নবসন্ধিতে প্রার্থনা

যিশুর প্রার্থনা: গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পূর্বে: তাঁর দীক্ষাস্নান, প্রেরিতদের আহ্বান, রূপান্তর, যাতনাভোগের পূর্বে, ক্রুশের উপরে। নিরবে বিভিন্ন সময়ে তিনি প্রার্থনা করেছেন।

যিশু নিজে প্রায়ই নির্জনে ও প্রকাশ্যে প্রার্থনা করেছেন *(মথি ১৪:২৩; মার্ক ১:৩৫)*।

যিশু তাঁর শিষ্যদের প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন *(লুক ১১:২; মথি ৬:৯)*।

তোমরা চাও, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্য দরজাটি খুলেই দেওয়া হবে। কারণ যে চায়, সে পায়; যে দরজায় ঘা দেয়, তার জন্য দরজাটি খুলে দেওয়া হবে *(লুক ১১:৯-১০)*।

যে প্রার্থনা করবে তার এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তা সে পেয়েই গেছে *(মার্ক ১১:২৪)*।

নবসন্ধিতে প্রার্থনা হলো ঈশ্বর-সন্তানদের পিতা, যার উত্তমতা পরিমাপের উর্ধ্বে, তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর পুত্র যিশুর সঙ্গে ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে এক জীবন্ত সম্পর্ক। প্রার্থনার জীবনের অর্থ হল ত্রিব্যক্তি উপস্থিতিতে থাকা ও তাঁর সঙ্গে মিলনাবদ্ধ হয়ে থাকার একটি অভ্যাস।

M. Gandhi : Prayer is a yearning of the heart to be one with the maker, an invocation for His blessing.

প্রার্থনার স্বরূপ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যিশু যখন বলেন: "তোমরা আমার নাম স্মরণ করে যা-কিছু চাইবে, আমি তা দেবই, যাতে স্বয়ং পিতার মহিমা পুত্রের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। তোমরা যদি আমার নাম স্মরণ ক'রে আমারই কাছ থেকে কোন-কিছু চাও, আমি তোমাদের দেবই" *(যোহন ১৪:১৩)*। তাঁর (যিশুর) হাতে ছাড়া আর কারও হাতে ত্রাণ করার ক্ষমতা তো নেই। কারণ আকাশের নীচে মানুষের সামনে এমন আর কোন নাম নির্দিষ্ট করে রাখা হয়নি, যে-নামের শক্তিতে আমরা পরিত্রাণ লাভ করতে পারি" *(শিষ্যচরিত ৪:১২)*। এই নাম স্বর্গ ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী নাম। যুগে যুগে এই নামের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীগণ পেয়েছে সুখ, শান্তি, আনন্দ, শাক্তি, সাহস, সুস্থতা এবং অনন্ত জীবন। এই শক্তিশালী নামের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদেরকে তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে বলেছেন। এই পবিত্র নামকে আমাদের হৃদয়ে ধারণ করি এবং এই নামের যোগ্য মানুষ আমর হয়ে উঠি। এই নামই আমরা প্রচার করি এবং নামেরই সাক্ষ্য আমরা বহন করি।

"We do not pray, Origen said, to get benefits from God but to become like God. Just praying itself is good. It calms the mind, reduces sin and promotes good deeds"

সর্বশেষে প্রার্থনা কি? সাধু অরিজিন যেন খুব সুন্দর ও সত্য একটা উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, আমরা প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছ থেকে কিছু পাবার জন্য নয় কিন্তু ঈশ্বরের মত হওয়া জন্য। প্রার্থনা করা ভাল কাজ। প্রার্থনা মনকে শান্ত করে, পাপের পরিমাণ কমিয়ে আনে এবং ভাল কাজ করার শক্তি ও অনুপ্রেরণা দান করে। সাধু পৌলও ঠিক এ রকম বিশ্বাস ঘোষণা করেছিলেন: "এই আমি যে জীবিত আছি, সে তো আর আমি নয়; আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্ট জীবিত আছেন" *(গালাতীয় ২:২০)*।

সাক্ষ্যদান

খ্রিস্টীয় জীবনে মিশন দায়িত্ব পালন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মণ্ডলীর অস্তিত্বের কারণ হলো সবার নিকট মঙ্গলবাণী প্রচার করা। এই মঙ্গলবাণী প্রচার শুধু বাণী ঘোষণার মধ্য দিয়েই নয়, জগতে লবণ ও আলো হয়ে ওঠা, বিশ্বাসের সাক্ষ্য ও সেবা দানের মধ্য দিয়ে। 'সত্য সাক্ষ্য' মানুষের কাছে হয়ে উঠে বিশ্বাসযোগ্য, গ্রহণযোগ্য এবং আকর্ষণীয়। এখানে আমরা সাক্ষ্যদান সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই।

১) সাধু যোহন বলেছেন: "যা আমরা শুনেছি, যা আমরা নিজেদের চোখ দিয়ে দেখেছি, আমাদের হাত যা স্পর্শ করেছে, সেই জীবনস্বরূপ স্বয়ং বাণীর কথাই এখন বলছি" *(১ যোহন ১:১)*। ঈশ্বর মানুষ হয়েছেন যেন মানুষ তাঁর কথা শুনতে পারে, তাঁকে দেখতে পারে এবং তাঁকে স্পর্শ করতে পারে। পোপ দ্বিতীয় জন পলের মতে, শুধু শিক্ষক নও বরং সাক্ষ্যদাতা হও। Don Bosco said that don't say we love young people, they should feel that they are loved. অনুরুপভাবে গান্ধীজী বলেন, আমার জীবনই আমার বাণী।

২) সততা ও বিশ্বাসযোগ্য জীবন গঠন: সততার বিকল্প নেই। ফাদার চার্লস ইয়াং বলেন, স্বয়ং পরমেশ্বরও কোন ভাল ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না যদি বেশীর ভাগ সদস্য ভাল লোক না হয়। সদস্যরা যখন ভাল হবে তারা দেখবে তাদের পরিচালকগণ ভাল। যিশু খারাপ ইহুদী নেতাদের ভণ্ড বলে তিরস্কার করেছেন কারণ তাদের শিক্ষা ও কাজের মধ্যে মিল ছিল না। যিশুর শিষ্যের খাঁটি জীবন, কথা ও কাজ হবে বিশ্বাসযোগ্য। তার জীবনে সীমাবদ্ধতা ও ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে কিন্তু সে একজন আস্থাবান ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি। তার সুন্দর একটা হৃদয় ও মন রয়েছে। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তার জীবন। রিপু দমনে সে সর্বদা সজাগ। মন্দতাকে সে ঘৃণা ও বর্জন করে। লোভ-লালসা, মিথ্যা, অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার যেন একটা অনবরত সংগ্রাম। সে একজন সর্বজন বিদিত ভাল মানুষ। যিশুর জীবন ছিল অত্যন্ত খাঁটি, বিশ্বাসযোগ্য এবং বিতর্কের উর্ধ্বে। যিশু তাঁর নিজের সপক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন: আমার পিতা ও আমার কাজই তাঁর সাক্ষ্য বহন করছে *(যোহন ৫:৩১)*। একই রকম কথা তিনি যোহনের শিষ্যদের বলেছিলেন: তাকে গিয়ে বল, অন্ধ দেখতে পাচ্ছে, বোবা কথা বলতে পারছে, নুলা হাঁটতে

পারছে এবং মৃতরা জীবিত হয়ে উঠছে। এখানে তিনি বলতে চাচ্ছেন তাঁর কাজই তাঁর পরিচয় বহন করে। যিশু ঈশ্বরই আমার পক্ষে সাক্ষ্যদান করে। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের বলেন: "তোমরা সব কিছুর সাক্ষ্য রইলে" *(লুক ২৪:৪৮)*।

বিশ্বাস, প্রার্থনা ও সাক্ষ্যদান একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। বিশ্বাস আমাদের প্রার্থনার জীবনে আহ্বান জানায় আবার প্রার্থনা আমাদের বিশ্বাসকে শক্ত ও গভীর করে। একই সাথে বিশ্বাস প্রকাশিত হয় প্রচার ও সাক্ষ্যদানের মধ্য দিয়ে। আবার সাক্ষ্যদান আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। সাক্ষ্যদানের মধ্য দিয়ে আমাদের বিশ্বাস, জীবন ও ধর্ম বাস্তবে পরিণত হয়।

বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমরা এই প্রার্থনা বর্ষ পালন করতে পারি:

১) তীর্থ করা: কোন তীর্থ স্থানে অথবা ক্যাথেড্রাল বা পুরাতন গীর্জায় পাপস্বীকার, বিশ্বাস নবায়ন ও খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ।

২) দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিল ও কাথলিক ধর্ম গ্রন্থ পাঠ, আলোচনা ও শিক্ষা গ্রহণ করা।

৩) বিশেষ পর্ব দিনগুলোতে (রোববার) বিশ্বাস নবায়ন করা।

৪) বিশ্বাসের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভা ও সেমিনার করা।

৫) পারিবারিক, দলীয় এবং মান্ডলিকভাবে প্রর্থনা, নির্জন ধ্যান, নিশি-জাগরণ ইত্যাদি জোরদার করা।

৬) প্রভুর বাণী পাঠ, ব্যাখ্যা, ধ্যান-প্রার্থনা ও সহভাগিতামূলক প্রার্থনা সভা।

৭) পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা, প্রভুর উপস্থিতি, ভালবাসা ও আত্মদানের উপর ধ্যান-প্রার্থনা ও আরাধনা।

৮) বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান করা। সাধু সাধ্বীদের জীবন ও কাজ তুলে ধরা।

৯) আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও মাণ্ডলীকভাবে প্রার্থনা বর্ষ সম্পর্কে আলোচনা ও মত বিনিময়।

১০) প্রার্থনা ও সাক্ষ্যদান বিষয়ক বিভিন্ন কিছু মিডিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা।

১১) উপাসনা ও খ্রিস্টযাগ।

১২) খ্রিস্টভক্তদের সংগঠন ও সেবাকাজগুলোকে শক্তিশালী করা।

(বি:দ্র: এ প্রবন্ধটি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পালকীয় সম্মেলন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের মূলসুর ***'সিনোডাল মণ্ডলী: বিশ্বাস, প্রার্থনা ও সাক্ষ্যদান'*** এর উপর প্রদত্ত আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ, ওএমআই এর সহভাগিতা)।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: পবিত্র বাইবেল (জুবিলী বাইবেল); কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা; বিশ্বাস-বর্ষ : ২০১২-২০১৩ উপলক্ষে বাংলাদেশ বিশপগণের পালকীয় পত্র; প্রার্থনা বর্ষ: ২০২৪ উপলক্ষে বাংলাদেশ বিশপগণের পালকীয় পত্র।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

তারিখ ঃ ০৭ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

হিসাবের সত্যতা নিশ্চিতকরণের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা উপরোক্ত ক্রেডিট ইউনিয়নের সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যা, দেনাদার ও পাওনাদারগণের অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত ক্রেডিট ইউনিয়নের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা (বকেয়া সহ যদি থাকে) আগামী ২২ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে ক্রেডিট ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রিকৃত কার্যালয়ে আরম্ভ করা হবে। সে মতে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের নামীয় নিজ নিজ হিসাবাদি ক্রেডিট ইউনিয়নে রক্ষিত হিসাবের সাথে নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে মিলিয়ে নেয়ার জন্যে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে আলাদা কোন ভেরিফিকেশন স্লিপ ইস্যু করা হবে না এবং হিসাবাদি মিলিয়ে না নিলে ক্রেডিট ইউনিয়নে রক্ষিত হিসাবকে চূড়ান্ত বিবেচনা করে বার্ষিক বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে।

শুভেচ্ছান্তে,

Bhavaranjan.

ভবরঞ্জন বৈদ্য
দলনেতা, নিরীক্ষা দল
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
ও
ম্যানেজার, অডিট, কাল্‌ব।

বিজ্ঞ: ১৬০/২৪

১২

লাউদাতো সি (Laudato Si) -এর লক্ষ্য, আহ্বান ও করণীয়

ড. আলো ডি'রোজারিও

১। Laudato Si ল্যাটিন ভাষার শব্দ। এর ইংরেজী- Praise be to you, my Lord. আর বাংলায়- তোমার প্রশংসা হোক। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে আমাদের পৃথিবীটাকে অভিন্ন বসতবাটি (common home) হিসেবে আখ্যা দিয়ে এর যত্ন নিতে একটি সর্বজনীন পত্রের মাধ্যমে বিশ্বের সবার প্রতি আহ্বান রেখেছেন। সেই সর্বজনীন পত্রের নাম- 'লাউদাতো সি'।

২। 'লাউদাতো সি' নামের সর্বজনীন পত্রটির বিশেষ উদ্দেশ্য- আমাদের সকলকে সমন্বিত পরিবেশ সংরক্ষণে অনুপ্রেরণা দান করা। এই উদ্দেশ্য পূরণে সাতটি লক্ষ্য নীচে উল্লেখ করা হলো-

২.১) জগতের আর্তনাদে সাড়াদান

২.২) দীনদরিদ্রদের আর্তনাদে সাড়াদান

২.৩) পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির বিকাশ ও বিস্তার

২.৪) সহজ-সরল জীবন যাপন (মিতব্যয়িতা ও স্বল্পে সুখী হওয়া, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতায় অধিক যত্নবান হওয়া, দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, সত্য মত ও পথকে গ্রহণ করা, ছুঁড়ে ফেলার সংস্কৃতিকে বর্জন করা, সর্বজনীন ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা)

২.৫) পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক শিক্ষাদান

২.৬) পরিবেশ সংরক্ষণে আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন

২.৭) পরিবেশ সংরক্ষণে ও সুরক্ষার্থে সমাজের সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

৩। আমাদের অভিন্ন বসতবাটির চ্যালেঞ্জ, কারণ ও করণীয় পদক্ষেপসমূহ

মহামান্য পোপ মহোদয় তাঁর 'লাউদাতো সি' পত্রটিতে আমাদের অভিন্ন বসতবাটির পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সংরক্ষণ ও সুরক্ষার্থে নিম্নোক্ত সাতটি চ্যালেঞ্জ, ছয়টি কারণ ও ছয়টি করণীয় বিষয় উল্লেখ করেছেন;

৩.১ চ্যালেঞ্জসমূহ-

৩.১.১) দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন

৩.১.২) অনিরাপদ ও দুষ্প্রাপ্য পানি

৩.১.৩) জীব বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি

৩.১.৪) মানবজীবনের মানপতন ও সমাজের ভাঙ্গন

৩.১.৫) বিশ্বব্যাপী অসমতা

৩.১.৬) দুর্বল ও অপর্যাপ্ত সাড়াদান

৩.১.৭) মতানৈক্য

৩.২ কারণসমূহ-

৩.২.১) প্রযুক্তির অবাধ ও অভাবনীয় ক্ষমতা

৩.২.২) সবকিছুর সমাধানে প্রযুক্তিতন্ত্রগত ধারণার অগ্রাধিকার ও বিশ্বায়ণ

৩.২.৩) নৃ-কেন্দ্রিকতা ভিত্তিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুশীলন

৩.২.৪) বেসামাল ভোগবাসনা ও অতি-ব্যবহারিক মনোভাব

৩.২.৫) মানুষের কর্মস্থল ক্রমশ: প্রযুক্তির দখলে চলে যাওয়া

৩.২.৬) নতুন জৈব প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব

৩.৩ করণীয়-

৩.৩.১) সৃষ্টিকর্তার নির্দেশাবলী অন্তরে ধারণ ও অনুসরণ করা

৩.৩.২) সমন্বিত পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্ব প্রদান

৩.৩.৩) পরিবেশ সুরক্ষার্থে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা

৩.৩.৪) পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান

৩.৩.৫) পরিবেশ সংরক্ষণে গভীর ভাবনা ও আন্তরিক চেতনা

৩.৩.৬) বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক একাত্মতা প্রকাশ ও সর্বজনীন সাড়াদান

৪। মহামান্য পোপ ফ্রান্সিসের অনুপ্রেরণামূলক ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ পত্রটি বিশ্বের সকল পর্যায়ের মানুষকে সমন্বিত পরিবেশ- প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে ভাবতে ও কিছু না কিছু করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। এই পত্রটি সকলকে উৎসাহিত করছে ধরিত্রীর প্রকৃতি-পরিবেশকে পুনঃকল্পনা, পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার (Reimagine, Recreate and Restore) করতে।

৫। এই লেখার শুরুর দিকে বর্ণিত সাতটি লক্ষ্য পূরণের জন্যে ভাটিকানস্থ সমন্বিত মানব উন্নয়ন পুণ্যদপ্তর গোটা কাথলিক মণ্ডলীকে সাত ভাগে অন্তর্ভুক্ত করেছে- (১) পরিবার, (২) ধর্মপল্লী, (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, (৪) সংগঠন ও ক্লাব, (৫) সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, (৬) হাসপাতাল, ও (৭) ধর্মসংঘ। প্রতিটি ভাগের কর্মকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যা অনুসরণ করে সকলে মৌলিক ও সৃজনশীল কাজ হাতে নিতে পারেন, হাতে নেয়া কাজ বাস্তবায়ন করে প্রতিবেদন আপলোড করতে পারেন, উত্তম কাজের জন্যে স্বীকৃতি পেতে পারেন। কাজের পরিকল্পনার বছর চলে গেছে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে, কাজ শুরু হয়ে গেছে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে, কাজ শেষ হবে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে, আর ২০২৭ খ্রিস্টাব্দ হবে কাজের সফলতার উদযাপনের কাল। এইসব বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে লাউদাতো সি অ্যাকশন প্ল্যাটফর্ম (Laudato Si Action Platform) হতে।

৬। এখনো কী কোনো কাজ শুরু করা যাবে? নিশ্চয়ই! আমরা স্কুল পড়ুয়ারা কী কী করতে পারি? মূলত দুই ধরনের কাজ করা যায়- অভিযোজনমূলক ও প্রশমন/লাঘবমূলক। আমাদের দেশে আমাদের পরিবেশবান্ধব সরকারসহ বিভিন্ন সংস্থা এবং এনজিও অনেক অনেক অভিযোজনমূলক ও প্রশমন/লাঘবমূলক কাজ হাতে নিয়েছে। সেসব আমরা জানতে পারি ও সম্পৃক্ত হতে পারি। দেশে দেশে ধরিত্রীর পরিবেশকে পুনরুদ্ধার করতে বিভিন্ন ধরনের প্রশংসনীয় কাজ চলছে। তা জানতে পারি, নিজেরাও শুরু করতে পারি। বাংলাদেশে কাথ লিক মণ্ডলীর পরিবার, ধর্মপল্লী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসহ অন্যান্যরা কী কী করছে তা জানা যাবে লাউদাতো সি ম্যুভমেন্ট বাংলাদেশ (Laudato Si Movement Bangladesh) হতে।

৭। এখন প্রশ্ন- আমাদের পরিবেশ বাঁচাতে আমরা নিজেরা কী কী করবো? নিজ নিজ জীবনের ক্ষেত্রে? নিজ পরিবারে? আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে? আসুন ভাবি, স্থির করি, কিছু কাজ করি যেন আমাদের প্রিয় ধরিত্রী আরো সুন্দর ও বাসযোগ্য হয়।

বিদেশে পড়াশোনা ও ইউরোপে Work Permit Visa

Work Permit Visa

* Australia, New Zealand, Malta, Poland, Bulgaria, Romania, Lithuania ও Serbia-তে Work Permit Visa প্রসেসিং করা হয়।
* জাপানে Specified Skilled Worker (SSW) ভিসাতে নার্সিং ও কৃষি কাজে জাপানে লোক নিয়োগ চলছে। এছাড়াও জাপানে International Service ক্যাটাগরিতেও চাকুরীর বিশেষ সুযোগ রয়েছে।

Student Visa: Canada, Australia, USA, UK, Schengen Countries, Japan, South Korea-তে Study Visa প্রসেস করছি।

Visit Visa: আমরা অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে Canada,Australia, USA, UK, Japan ও ইউরোপের সেনজেন ভুক্ত দেশ সমূহের ভিজিট ভিসা প্রসেস করছি।

আমরা Student Visa ও Visit Visa-র জন্য Financial Sponsorship ও Bank Support-র বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।
বি. দ্র.: বর্তমানে স্বপরিবারে Canada-Australia ও USA যাবার সুবর্ণ সুযোগ চলছে।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
STUDY ABROAD CONSULTANTS

Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E,
Block-J, Baridhara, Dhaka-1212

+88 01894-767125
+88 01911-052103

globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ: ১৬১/২৪

কারিতাস ঢাকা অঞ্চল

সমাজ কল্যাণ ও মানব উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের ক্যাথলিক বিশপ সম্মেলনীর একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান

Caritas Dhaka Region

A National Organization of the Catholic Bishops' Conference of Bangladesh for Social Welfare and Human Development

Address: 1/C-1/D, Pallabi, Section-12, Mirpur, Dhaka-1216, Tel: +880-2-48033671, E-mail: caritasdro@gmail.com, Website: www.caritasbd.org

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

[illegible] (MRA) [illegible]

[illegible]	[illegible]
১) [illegible]	[illegible]
২) [illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১. [illegible]
২. [illegible] (NID) [illegible]
৩. [illegible]
৪. [illegible]
৫. [illegible]
৬. [illegible]
৭. [illegible]
৮. [illegible]
৯. [illegible]
১০. [illegible]
১১. [illegible]
১২. [illegible]
১৩. [illegible]

[illegible] (Zero Tolerance) [illegible]

আবেদনের ঠিকানা

[illegible]

"Caritas Bangladesh is an Equal opportunity employer"

বিজ্ঞ: ১৫৬/২৪

নারীদের ক্ষমতায়ন, মর্যাদা ও অংশগ্রহণ বাড়াতে করণীয়

অর্পা কুজুর

ভূমিকা

সৃষ্টিতে ঈশ্বর নারীকে সৃষ্টি করলেন তার আপন প্রতিমূর্তিতে। *(আদিপুস্তক ২: ২৭)* তিনি মানুষকে সৃষ্টি করলেন নারী ও পুরুষ দুই রুপে। নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি যে মর্যাদা দিয়েছেন পুরুষকে সেই একই মর্যাদায় ভুষিত করেছেন নারীকে। পুরুষ ও নারী উভয়েরই রয়েছে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে একই মর্যাদা। এছাড়া ঈশ্বর তার আপন প্রানবায়ু উভয়ের মধ্যে সঞ্চারিত করে নারী ও পুরুষকে সম-মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। পুরুষ ও নারীকে একে অন্যের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যেখানে তারা একে অন্যের জন্য সহযোগী হতে পারে কেননা তারা ব্যক্তি হিসাবে সমানে সমান (অস্তির অস্তি) এবং নারী ও পুরুষ হিসাবে পরস্পরের পরিপূরক *(কাথলিক মণ্ডলীর ধর্ম শিক্ষা: ১০২ পৃষ্ঠা)*। "মানুষের পক্ষে একা থাকা ভাল নয়, তার জন্য আমি তার মত একজন সহায়ক নির্মাণ করব" *(আদিপুস্তক ২: ১৮)*। নারী ও পুরুষের মধ্যে জৈবিক ও শারীরিক পার্থক্য থাকলেও তারা উভয়েই সমান মানুষ। নারীর প্রতি সমাজের হীন দৃষ্টিভঙ্গি (দুর্বল, আবেগিক, শক্তিহীন, বুদ্ধি নেই ইত্যাদি) নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমতা তৈরী করে। সমাজে অন্যায্যতা তৈরী হয় এবং সমাজ ব্যবস্থা আরও পিছিয়ে যায়। নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করে, নারী ও পুরুষের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠা একটি ন্যায্যতা। যা উন্নত সমাজ উন্নত মণ্ডলী তৈরীতে সহায়ক।

নারী সম্পর্কে আমাদের সুন্দর ধারণা হলো:

- নারী একজন মানুষ যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই সৃষ্টি
- নারী হলো জীবন, শক্তি, ভালোবাসা, শান্তি, আনন্দ, পূর্ণতা ও সৌন্দর্য
- নারী মা, জননী, প্রকৃতি ও ধরীত্রি
- নারী সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্টিকে রক্ষা করেন
- নারী আশার আলো

নারী কেন গুরুত্বপূর্ণ:

- বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই অর্থাৎ ৫০% ভাগ নারী, সুতরাং নারী একটি বড় জনশক্তি
- সভ্যতার সূচনা করে নারী, কৃষিকাজের সূচনা করে নারীরা এবং শিল্প বিপ্লবের সূচনা করে নারীরা
- পরিবারের ও সমাজের চালিকাশক্তি নারী
- পরিবার, চাকুরি বা ব্যবসা সকল কাজে ভূমিকা রাখেন
- পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক অবদান রাখেন

দেশের বৃহত্তর বাস্তবতার আলোকে নারীর অবস্থান

নারী শিক্ষার হার এখন অনেক বেশী। বিশেষ করে প্রাইমারীতে মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ অনেক বেশী। প্রাথমিক গণ্ডি পেরিয়ে নারীরা উচ্চতর শিক্ষা এবং চাকুরিতে প্রবেশ করছে। দেশে বিদেশে নারীরা এখন অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে পরিচিত। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ৫০-৫০ এ উন্নীত করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছেন যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। দেশের সংবিধানের ২৯(১) অনুচ্ছেদে রয়েছে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সব নাগরিকের জন্য সমান সুযোগের সমতা থাকবে। সংবিধান ২৯(৩) অনুচ্ছেদে আছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য করা যাইবে না। অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার দেশের সংবিধানেই লিপিবদ্ধ। কিন্তু সংবিধানে নারীর কর্ম অধিকার থাকলেও বাংলাদেশের বাস্তবতায় নারীরা এখনও অনেক পিছিয়ে। এর বড় কারণ কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তাহীনতা। শ্রমজীবী নারীরা প্রায়ই হয়রানি ও নির্যাতন এবং মজুরী বৈষ্যমের শিকার হন। নারীরা গতানুগতিক বা প্রচলিত শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ যেখানে চাকরির সুযোগ কম। নারীদের বিজ্ঞান এবং কারিগরি শিক্ষা না থাকার কারণেও চাকুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তারপরেও বিভিন্ন প্রতিকূল এবং বৈরী অবস্থা কাটিয়ে বর্তমানে দেশে ২ কোটিরও বেশী নারী কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে নিয়োজিত এবং ৩৪ লাখের বেশী নারী তৈরী পোষাক খাতে কাজ করছেন। প্রায় ১ হাজার নারী সেনা ও নারী পুলিশ কর্মকর্তা হিসাবে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষী মিশনের কাজে নিয়োজিত। এনজিওদের মাধ্যমে ৩ কোটি ২০ লাখেরও বেশী ক্ষুদ্র ঋণ সদস্য রয়েছেন যার মধ্যে শতকরা ৯০ জনই নারী যারা ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন পাশাপাশি উদ্যোক্তা হয়ে পারিবারিক ও সামাজিক অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন। এসব স্বল্প শিক্ষিত গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের যাদের চাকুরির কোন সুযোগ ছিল না তারা আজ কর্মশক্তিতে পরিণত হয়েছেন। জীবন যাপনে তাদের উন্নয়ন ঘটেছে। স্বল্প শিক্ষিত স্বল্প আয় হলেও সন্তানদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, পরিবারের হাল ধরছেন। গ্রামীণ অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন এসকল নারীরা। এসকল নারীদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে সাথে সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপরেও নারীরা কর্মক্ষেত্রে পুরুষ দ্বারা নির্যাতিত । শিশু হত্যা, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, পাচারসহ আরও অনেক হয়রানির শিকার নারীরা। যা সমাজ ও দেশ উন্নয়নের অন্তরায়।

মণ্ডলীতে নারীদের অবস্থান

- মণ্ডলীতে নারী শিক্ষার হার সন্তোষজনক
- নারীরা মণ্ডলীতে বিভিন্ন কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে যেমন: বেদী প্রস্তুতকরণ, বেদী সেবক, ঐশবাণী পাঠক, খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণকারী, দান সংগ্রহ, খ্রিস্টযাগের গান পরিচালনা এবং প্যারিস কাউন্সিলর হিসেবে ভাল ভূমিকা পালন করছে।
- মারীয়ার সেনা সংঘ, ভিনসেন্ট ডি পলের কাজে, ক্যাটেকিজম এবং ধর্ম শিক্ষা কাজে ভাল নেতৃত্ব দিচ্ছে।
- মণ্ডলী পরিচালিত সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা ইন্সিটিটিউশন যেমন: মিশনস্কুল, হাসপাতাল এবং সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান কারিতাসে নারীরা কাজ করছে।
- ধর্মপল্লী বা ধর্মপ্রদেশ আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে নারীরা অংশগ্রহণ করছে।
- মন্ডলীর বিভিন্ন কমিশন ও কমিটিতে নারীরা অর্ন্তভুক্ত
- নারী বিষয়ক এপিসকপাল ডেস্ক রয়েছে

মণ্ডলীতে নারীর অবস্থানের বিষয়ক দুর্বল দিক

১. নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মণ্ডলীর কোন গবেষণা নেই ফলে নারীর উন্নয়ন, অংশগ্রহণ বা নেতৃত্ব সম্পর্কে ভাল ধারণা পাওয়া যায় না।

২. লেখাপড়া থাকলেও সরকারী বেসরকারী চাকুরিতে অংশগ্রহণ কম। স্থানীয় মণ্ডলীতে পিতামাতাদের অসচেতনতার কারণে মেয়েদের দ্রুত বিয়ে দেওয়ার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়।

৩. কারিগরি শিক্ষায় নারীদের (ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, কৃষি বিজ্ঞানী, প্রাণী বিজ্ঞানী ও গবেষক লেখক ইত্যাদি) অংশগ্রহণ কম।

৪. স্থানীয় মন্ডলীতে মেধাবীদের কোন তালিকা

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায় পড়ুন

গত সংখ্যার বাকি অংশ

তোমরা ঈশ্বরের কাছে এসো, তিনি তোমাদের কাছে আসবেন

(বাইবেল পাঠ : যাকোব ৪:৮ পদ)

ক্ষুদীরাম দাস

এফেসীয় ৬:১ পদে রয়েছে, 'সন্তানেরা, প্রভুতে তোমরা পিতামাতার বাধ্য হও, কারণ তা ধর্মসম্মত।' *কলসীয়* ৩:২০ পদে রয়েছে, 'সন্তানেরা, তোমরা সবকিছুতে পিতামাতার বাধ্য হও : তা ঈশ্বরের সন্তোষজনক। সুতরাং একটি পরিবারকে সুন্দর, পবিত্র ও ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য ভালো পরামর্শ পবিত্র শাস্ত্রে রয়েছে। যা' পরিবারের সকল সদস্যকে পালন করা উচিত। কেননা বাবা-মাকে সম্মান করলে মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু হবে। *মার্ক* ৭:৯-১৩ পদে রয়েছে, তিনি তাঁদের আরও বললেন, 'আপনাদের পরম্পরাগত বিধি পালনের জন্য আপনারা কতই না সুন্দর ভাবে ঈশ্বরের আজ্ঞা এড়াতে পারেন! কেননা মোশী বলেছেন, তুমি আপন পিতাকে ও আপন মাতাকে সম্মান করবে, এবং যে কেউ তার পিতাকে বা মাতাকে অভিশাপ দেয়, তার প্রাণদণ্ড হবে। কিন্তু আপনারা বলে থাকেন, কোন মানুষ যদি পিতাকে বা মাতার জন্য আর কিছুই করতে দেন না; এভাবে আপনার যে পরম্পরাগত বিধি-নিয়ম নিজেরা সম্প্রদান করে আসছেন, তা দ্বারা ঈশ্বরের বাণী নিস্ফল করেছেন, আর এধরনের আরও অনেক কিছু করে থাকেন।' প্রত্যেক সন্তানের উচিত মা-বাবার বাধ্য থাকা বা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এটা প্রভুর আদেশ, যেন সন্তানেরা মা-বাবার বাধ্য হয়ে চলে। ঈশ্বর সন্তানদের অনেকদিন বেঁচে থাকার আশীর্বাদ করেছেন, যদি সন্তানেরা মা-বাবার বাধ্য থাকে। *এফেসীয়* ৬: ১-৩ পদে রয়েছে, 'সন্তানেরা, প্রভুতে তোমরা পিতামাতার বাধ্য হও, কারণ তা ধর্মসম্মত। তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সম্মান কর, এটিই সেই প্রথম আজ্ঞা যার সঙ্গে একটা প্রতিশ্রুতি যুক্ত আছে, যেন তোমার মঙ্গল হয়, তুমি দেশে দীর্ঘজীবী হও'। সুতরাং ঈশ্বর প্রভুকে খুশি রাখতে হলে মা-বাবার বাধ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। *কলসীয়* ৩:২০ পদে রয়েছে, 'সন্তানেরা, তোমরা সবকিছুতে পিতামাতার বাধ্য হও ; তা ঈশ্বরের সন্তোষজনক।'

কিন্তু আমরা চারিদিকে তাকালে দেখতে পাই যে, অনেক মা-বাবা সন্তানের সাথে অনৈতিক ব্যবহার করে থাকে; যা' সন্তানেরা মোটেও আশা করে না। অনেক মাতাল বাবা নিজের কন্যার জীবন ধ্বংস করে দেয়। অনেক বাবা সন্তানকে গুপ্তচর হিসেবে ব্যবহার করে, সন্ত্রাসী কাজ করতে বাধ্য করে, নেশা ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যবহার করে। কোনো কোনো পিতামাতা এমনও ব্যবহার করে যা' সন্তানের চেতনাকে নষ্ট করে বা অসুস্থ করে তোলে, সন্তানের আত্ম-সম্মান নষ্ট করে; যা' সন্তানের স্বাস্থ্যের বা জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। কোনো কোনো মা-বাবাকে দেখা যায় গালাগালি, আবেগীয় যন্ত্রণা, ভয়ঙ্কর বা ক্ষতিকর শারীরিক অত্যাচার, ভয়ভীতি বা হিংস্রতা প্রদর্শন করতে। সন্তানদের কোনোভাবেই ক্রুদ্ধ করানো উচিত নয়। কেননা তাতে সন্তানরা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে পারবে না। *এফেসীয়* ৬: ৪ পদে রয়েছে, 'আর তোমরা, পিতারা, তোমাদের সন্তানদের ক্ষুব্ধ করো না, বরং প্রভুর শিক্ষা ও শাসনের পথে তাদের মানুষ কর।' কিন্তু আমরা আমাদের সন্তানদের ভালোবাসি। আর ঈশ্বর সন্তানদের প্রতি আদেশ করেছেন, যেন সকল বিষয়ে পিতামাতার বাধ্য হয়। *কলসীয়* ৩:২০ পদে রয়েছে, 'সন্তানেরা, তোমরা সবকিছুতে পিতামাতার বাধ্য হও ; তা ঈশ্বরের সন্তোষজনক।' সে আদেশ ছেলে-মেয়েদের প্রতি ঈশ্বর করেছেন। *হিতোপদেশ* ১:৮ পদে রয়েছে, 'ছেলে আমার, তুমি তোমার বাবার উপদেশে কান দাও; তোমার মায়ের দেওয়া শিক্ষা ত্যাগ করো না।' আবার *হিতোপদেশ* ৪:১-২ পদে রয়েছে, 'সন্তানেরা আমরা, পিতার শিক্ষাবাণী শোন, সদ্বিবেচনা কি, তা জানবার জন্য মনোযোগ দাও, কেননা আমি সুশিক্ষাই তোমাদের দান করছি; আমার নির্দেশবাণী ত্যাগ করো না।' হিতোপদেশ ৪:১০ পদে রয়েছে, ' সন্তান আমার, শোন, আমার কথা গ্রহণ করে নাও, তবে তোমার জীবনের বছর বহুসংখ্যক হবে।' হিতোপদেশ ৫ :৭ পদে রয়েছে, 'সুতরাং, সন্তানেরা আমার, আমার কথা শোন; আমার মুখের বাণী থেকে দূরে যেয়ো না।' *হিতোপদেশ* ৮:৬ পদে রয়েছে, 'শোন, কারণ আমি উৎকৃষ্ট কথা বলব, যা ন্যায়, আমার ওষ্ঠ এমন কথা ব্যক্ত করবে।' *হিতোপদেশ* ৮:৩২-৩৩ পদে রয়েছে,'তবে, সন্তানেরা আমার, এখন আমার কথা শোন; সুখী তারা, যারা আমার সমস্ত পথে চলে। শিক্ষাবাণী শোন, প্রজ্ঞাবান হও, তা অবহেলা করো না।' *হিতোপদেশ* ১৯:২৭ পদে রয়েছে, 'সন্তান আমার, শিক্ষাবাণী শুনতে ক্ষান্ত হও, হ্যাঁ, যদি সদ্‌জ্ঞানের বচন থেকে দূরে সরে যেতে চাও।' *হিতোপদেশ* ২৩:১৯ পদে রয়েছে, 'শোন, সন্তান আমার; প্রজ্ঞাবান হও, তোমার হৃদয় সৎপথে চালিত কর।'

এসবই পবিত্র শাস্ত্রের কথা, যা' সন্তানদের পালন করা উচিত। তাহলে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া যাবে। খ্রিস্টান হিসেবে প্রতিটি সন্তানের উচিত বার বার পবিত্র শাস্ত্রের বাণীগুলো মনোযোগের সাথে পাঠ ও ধ্যান করা। *হিতোপদেশ* ১:৫ পদে রয়েছে, 'প্রজ্ঞাবান শুনুক, তার জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি পাবে, সদ্ধিবেচন মানুষ সুমন্ত্রণা লাভ করবে।' *হিতোপদেশ* ১৯:২০ পদে রয়েছে, ' পরামর্শ শোন, শাসন মেনে নাও, যেন শেষকালে প্রজ্ঞাবান হতে পার।' *হিতোপদেশ* ২২:১৭ পদে রয়েছে, 'তুমি প্রজ্ঞাবানদের বচনমালা কান পেতে শোন, আমার সদ্‌জ্ঞানে মনোযোগ দাও।' আমরা জানি যে, কথা শোনা বা মনোযোগ বা গুরুত্ব দেয়া যে কোনো মানুষের একটি ইচ্ছুক হৃদয় হতে পারে, হতে পারে শেখা ও গ্রহণ করার আগ্রহ তার থাকা দরকার, নতুন চিন্তা করা, গ্রহণ করার বা বিষয় বিবেচনা করার মনোভাব; তার মধ্যে থাকতে হবে, খোলা মন, নম্রতা আর দরকার অন্যদের সম্মান করার ও সম্মান দেয়ার শিক্ষা অর্জন। তাহলেই পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে ভালো সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে ও পরস্পরকে বিশ্বাস করা সম্ভব হবে। আর ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ সৃষ্টি হবে। আমাদের এটা বিশ্বাস করা উচিত যে, যদি নম্রতা না থাকে তাহলে শেখা যায় না। আমি যদি মনে করি, ইতিমধ্যে সবার চেয়ে ভালো জানি, তবে নতুন কিছু গ্রহণ করার মানসিকতা আমাদের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি হবে না। যদি আমার নিজের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তবে আমি নিজেকে রক্ষা করার মতো জ্ঞানার্জন করতে পারবো না। যদি আমার মধ্যে বিশ্বাস না থাকে, আমি শিখতে পারি না, নতুন চিন্তা আমার মধ্যে আসবে না। এসব আমাদের সন্তানদের বার বার করে শেখানো উচিত। সৃজনশীলতা না থাকলে আমরা প্রজ্ঞা গ্রহণ করতে পারি না, প্রজ্ঞা গ্রহণ করার মনোভাব আমাদের মধ্যে থাকবে না। ঈশ্বর সন্তানদেরকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন বাবা-মায়ের কাছে। অবশ্য বাবা-মায়েরই দায়িত্ব সন্তানের চরিত্রের উন্নয়ন, মূল্যবোধ গ্রহণ, নৈতিক ও ধার্মিকতা শিক্ষা নিশ্চিত করা। সে হিসেবে বাবা-মা নিজেই যদি নীতিমালা বা মূল্যবোধগুলো হৃদয়ে ও জীবনে পালন না করে, তাহলে তারা সেগুলো সন্তানকে শেখাতে পারবে না। *দ্বিতীয় বিবরণ* ৬: ৬-৭ পদে রয়েছে, ' এই যে সকল বাণী আমি আজ তোমার জন্য জারি করি, তা তোমার হৃদয় স্থির থাকুক। তা তুমি তোমার সন্তানদের বারবার বলবে, এবং ঘরে বসে থাকার সময়ে, পথে চলায় সময়ে, শোয়ার সময়ে ও ওঠার সময়ে এ সম্বন্ধে কথা বলবে।' কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা আমাদের সন্তানদের প্রতি দায়িত্বপালন করি না। কিন্তু ঈশ্বর চান, যেন আমরা আমাদের সন্তানদের সাথে ঈশ্বরের বিষয়ে আলোচনা করি। তাহলে আমরা ও আমাদের সন্তানসহ পরিবারের সকলে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকতে পারবো।

এক বাদলা রাতে

সুনীল পেরেরা

ঢাকা সিটি করপোরেশন অফিসের উর্ধ্বতন কেরানীর চাকরি। বিশ বছরে প্রমোশন তো দূরের কথা টেবিল বদলও হয়নি। চাকরির দেয়াল ফুটো করে উপরি রোঁজগারের পথ খুঁজে পাবার বিদ্যোটাও রপ্ত করতে পারিনি। ফেরি নৌকার মত প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি যাই আবার ফিরে আসি রোববার সকালে।

সারা দেশে নির্বাচন বন্ধের আন্দোলন চলছে। এরই মধ্যে বিরোধী দলগুলো টানা অবরোধের ডাক দিয়েছে। থাকি কামরাঙ্গির চরে এক অফিস মেটের বাসায়। আমার সাত বছর পরে জয়েন করেও বন্ধুটি চরে একটি প্লট কিনে টিনসেড বাড়ি করেছে। অবরোধের অছিলায় বন্ধুকে ম্যানেজ করে বুধবারেই বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। যান-জটের কারনে পথেই সন্ধ্যা হয় হয় অবস্থা । শীতকাল, তাই সন্ধ্যার আগেই রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে কুয়াশার আঁচল বিছিয়ে ।

রাস্তায় পথ-চলতি মানুষের সংখ্যাই বেশী। ম্যারম্যারে আন্দোলনে তেমন ত্যাজ নেই। তাই বিস্তর যানবাহন পথ রুদ্ধ করে দাড়িয়ে আছে। প্রায় ঘন্টাখানেক বসে থাকার পরও জ্যাম গলবার কোন লক্ষন দেখা গেল না। সামনে কি ঘটেছে, কেন জট লেগেছে তাও কেউ বলতে পারছে না। সম্ভবত বাসে আগুন দিয়েছে অথবা ককটেল ফাটিয়েছে সন্ত্রাসীরা। শেষ পর্যন্ত মাইল খানেক হেঁটে গিয়ে সামনের চলতি বাস ধরলাম।

আমাদের গঞ্জের বাসস্ট্যান্ডে নেমেই দেখি রীতিমত রাত। দোকানপাট কেমন যেন ঝিমিয়ে পরেছে। কারেন্ট চলে গেছে সন্ধ্যার আগেই। চায়ের দোকানে দু'চার জন অলস খদ্দের বসে ফুকফুক করে বিড়ি টানছে।

স্টেশন থেকে আমাদের গ্রামে আসতে বড় দুটি বিল পাড়ি দিতে হয়। শেষ প্রান্তে একটা জংলার বুকে চিরে পথ। পথের পুরোটাই খানা খন্দে ভরা। হয়তো কোন কালে আর্ধেক রাস্তায় ইট বিছানো হয়েছিল, যার অস্তিত্ব এখন নাই বললেই চলে। বাকিটা পায়ে চলার মেঠো পথ। কাঁচা রাস্তা তবু বৃষ্টিবাদল না হলে রিক্সা কিংবা অটোতে আসা যায়। তবে বেশী রাত হলে ওরা আসতে চায় না, ফিরতি পথে যাত্রী পাবে না বলে। এ ছাড়াও একটা ভৌতিক কাহিনি এলাকার বাতাসে ছড়িয়ে আছে বছর কয়েক ধরে।

সন্ধ্যা থেকেই জমাট কালো মেঘের ধুন্দুমার রংয়ের খেলা চলছে। বাজ-বিদ্যুতের হুংকারে থেমে থেমে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠেছে। নিঃসীম আঁধারে পৃথিবীটা যেন ছেয়ে ফেলেছে। আকাশের এমনি সংহারী অবস্তা দেখে কোন চালকই রাজি হলো না। অগত্যা দুই পা ভরসা করেই রওনা হলাম।

বিরাট দুটি বিল পাড়ি দিয়ে জঙ্গলের অশ্বথতলায় আসতেই একেবারে পাতাল পুরীর ঘুটঘুটে অন্ধকার। পথটা কেমন যেন বন্ধ্যা রহস্যময় মনে হলো। বাদলা হাওয়ায় শন্ শন্ শব্দে বন-বাদার কাঁপছে। বুনো গাছপালার তীব্র ভেষজ ঘ্রাণ নাকে আসছে। বিদ্যুতের ঝলকানিতে ক্ষনে ক্ষনে দেখা যাচ্ছে আকাশের বুক উজার করে দলে দলে মেঘ ছুটে যাচ্ছে দিগন্তের দিকে ওপারে।

দেখতে দেখতে ঝাঁপিয়ে ঝুমবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। অমনি আকাশ বাতাস ঝাঁপিয়ে কড়ু কড়ু শব্দে বনের প্রান্তে বাজ পড়ল। ভয়ে আতংকে বুক টিপ করেছে। মনে পড়ল এমনি এক বাদলা রাতে এখানে এক যুবক মারা গিয়েছিল। কি কারনে মারা গিয়েছিল তা সঠিক কেউ বলতে পারেনি। তবে বিলের ধারের নৈরা কৈবর্ত সে রাতে একটা ভয়ার্ত চিৎকার শুনেছিল। এমন চিৎকার সে জীবনে কোনদিন শোনেনি। বেশ রাতে বৃষ্টি থেমে গেলে গঞ্জের হাটুরে দোকানিরা পথের উপর যুবকের মৃত লাশ পড়ে থাকতে দেখেছিল। গায়ে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই, মুখ দিয়ে কেবল ফেনা বের হচ্ছিল। পরের দিন পুলিশ এই সেই বলে ভয় দেখিয়ে নিহত যুবকের বাপের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা হাতিয়ে নেয়। কিন্তু ঘটনার কুলকিনার কিছুই করতে পারেনি। এই ভৌতিক রহস্যটি এই এলাকার বাতাসে ছড়িয়ে আছে। সেই থেকে রাত-বিরাতে একা কেউ পথ চলতে সাহস করে না। অনেকদিন পর্যন্ত ভোরের ট্রেনের যাত্রীও এ পথে পা বাড়ায় নি।

অল্প দিন পরে এর সাথে যোগ হয়েছে আরও একটি অপমৃত্যুর কাহিনি। সিমু নামের এক যুবতী কন্যা এখানকার গাব গাছের ডালে ফাঁস লটকে মারা গিয়েছিল ঠিক কালীসন্ধ্যায়। অনেকের ধারণা, ঐ যুবকের অতৃপ্ত প্রেতাত্মাই মেয়েটিকে এখানে নিয়ে এসেছিল।

এসব ভাবতে ভাবতেই দেখি আমি সেই গাব গাছটির তলায় দাড়িঁয়ে আছি। মুহূর্তে কল্পনায় ভেসে ওঠে সিমুর বিশাল জিভ বের করা ভংকর চেহারাটি। বাতাসে দুলছে ওর দেহটা। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম সিমুর কণ্ঠ। সে আমাকে জিজ্ঞেস করছে,"দাদা তুমি কি আমাকে ভয় পাইতাছ? আমি ত মরিনাই। সন্চুদার সাথে আমার বিয়া হইব। মরতে হলে আমরা দুই জনে এক সাথেই মরুম।"এর পরেই বিকট অট্টহাসি। সে হাসি বনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হলো। আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে শির ছিড়ে বিদীর্ণ চিৎকার করলাম। সে চিৎকারে কোন শব্দ হলো না। কানে ভাসছে গরম নিঃশ্বাসের মত বাতাসের শো শো শব্দ। অরণ্য প্রান্তে আমি একা দাড়িয়ে।

কতক্ষন এভাবে দাড়িয়ে ছিলাম আমি বলতে পারব না। পুনরায় বজ্রধ্বনিতে সম্বিত ফিরে পেলাম। বুকে তিন তিনবার ফুঁ দিয়ে জোরে দৌঁড় দিতে গিয়েই কাঁদাজলে পড়ে গেলাম। অগত্যা সব ছুড়ে ফেলে দিয়ে প্রাণপনে ছুটতে লাগলাম। জঙ্গলটা বাড়ি থেকে বড়জোর মাইল খানেক দূরে। অথচ মনে হয়েছিল আমি মাইলকে মাইল দৌঁড়িয়েছি ।

বাড়িতে এসে কাউকে কিছু না বলে সোজা বাথরুমে চলে গেলাম। তবে আমার স্ত্রীর ভয়ার্ত চোখ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম সে আমাকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করেনি। কারণ তার কোন প্রশ্নের উত্তর আমি দেইনি।

বাথরুম থেকে বের হয়ে দেখি আমার বৃদ্ধ বাবা বজ্রাহতের ন্যায় টেলিভিশনের মনিটরের দিকে স্থির তাকিয়ে আছেন। হয়তো অতীতকে বর্তমানের সাথে মেলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। বাবা এখন পরকালের সিঁড়িতে এক পা দিয়ে দাড়িঁয়ে আছেন পরবর্তী ট্রেনের অপেক্ষায়। দুঃখ বেদনার ঘটনায় বিদ্ধ বাবার সারাটা জীবন। বিয়ের পর প্রথম সন্তানের অকাল মৃত্যু, একমাত্র মেয়ের বিপথগামীতা এভাবেই তার জীবনটা শোক আর বেদনায় কেটেছে। আবার শেষ বয়সে স্ত্রী বিয়োগ হলে কষ্টের আর সীমা থাকে না। অথচ বাবার এমনটা হবার কথা ছিল না। তার তখন শক্ত কব্জিতে বাঘের থাবার তাগত ছিল, মুখে ছিল ঝলমলে হাসি, সজীব অন্তর্ভেদী চোখ, পাকা ডালিমের দানার মত ঝকঝকে ছিল তার হাতের লেখা। সেই বাবার এখন তপোঃক্লিষ্ট কিন্নর চেহারা, বিষন্ন আশাহত চোখ। কথা বলতে গেলে ঠোঁট কাপে। হারানো বেদনার্ত স্মৃতিগুলো হাতড়ে হাতড়ে নির্জনে একা বসে ডুকরে কাঁদেন। একাকিত্ব বুঝি মানুষকে এমনি কষ্ট দেয়।

অথচ এ সময় মার মৃত্যুটা কাম্য ছিল না। মা বাথরুমে গিয়ে হটাৎ করেই পা পিছলে পড়ে গেলেন। তার মাথার পেছনে আঘাত লেগে রক্ত জমে যায়। অবরোধের কারণে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নেওয়া যায়নি। দীর্ঘক্ষন রক্তক্ষরনের ফলে সর্বনাশ যা হবার তা হাসপাতালে নেবার আগেই হয়ে যায়। হাসপাতালে বাঁচতে এসে সতেরো দিনের মাথায় মা মারা গেলেন। অবরোধ শব্দটা সেদিন থেকেই আমাদের কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য শব্দ হয়ে যায়। এত্তসব ভাবতে ভাবতেই মনে হলো জঙ্গলের গাবতলায় আমার ব্যাগ, সেন্ডেল ও মোবাইল ফেলে এসেছিলাম। কিন্তু এই দূর্যোগের মাঝে

দ্বিতীয় বার ঐ ভয়ার্ত স্থানটিতে যাবার সাহস হলো না। কিন্তু মোবাইল সেটে আমার অনেক গোপন এবং জরুরি তথ্য রয়েছে। মা একদিন বলেছিলেন, সঙ্গে আগুন থাকলে ভূত প্রেত কোন ক্ষতি করতে পারে না। এই কথা স্মরনে আসতেই হারিকেন হাতে মহাঅভিযানে গাবতলায় ছুটে গেলাম। দেখলাম কাদা-জলে পড়ে আছে আমার ব্যাগ আর সেন্ডেল। মোবাইলটা পেলাম পাতার তলে।

ফিরে এসে দেখি বাবা বিছানায় ধ্যানমগ্ন। মৃতের মত স্থির, অচঞ্চল হয়ে বসে আছেন। হয়তো রাতের শেষ প্রার্থনা করছেন। টিভি অন করতেই দেখি বড় বড় হেডলাইনগুলো সদম্ভে ভাসছে "বাংলার রাজনীতিতে এখন চলছে রোদ- মেঘ-বৃষ্টির খেলা। আকাশে কালো মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে, যা ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস।"অন্য একটি চ্যানেলে আন্তর্জাতিক খবরে লেখা "বিশ্বজুড়ে কেবলই ধর্মান্ধের হিংস্র হুংকার। নারকীয় অগ্নিশিখা সম মারনাস্ত্র আছড়ে পড়েছে মৃত্যুর শিয়রে। রণাঙ্গন থেকে একের পর এক লাশ আসছে। সে লাশ মাসুম বাচ্চার, ধর্ষিতা যুবতির, গুলিবিদ্ধ বৃদ্ধের অথ বা মমতাময়ী মায়ের। স্তুপিকৃত হচ্ছে রক্তাক্ত, মুন্ডহীন, গলিত লাশ। আত্মম্ভরী অহংবোধ শুধুমাত্র ধ্বংসই ডেকে আনে।"

এসব ভাবতে ভাবতে সে রাতে আর ঘুমুতে পারিনি। ক্ষনে ক্ষনে কেবলই ভেসে উঠেছে সিমুর ঝুলন্ত লাশ। সিমু নামের ঐ যুবতি মেয়েটির দেহে ছিল ভরা বসন্ত। ঠিক পলিমাটির মতন মসৃন মুখমন্ডল। ভয় মাখানো সারল্যে ভরা পিঙ্গল চোখের মণি নাচিয়ে কলকল করে কথা বলত আর বাচ্চা মেয়েদের মত ফিক্ ফিক্ করে হাসত। অথচ বাবা-মায়ের অহেতুক জেদের কারনে আর ভুল সিদ্ধান্তের কারনে একটি স্বর্গীয় ফুটন্ত ফুল অকালেই ঝরে পড়ল ঐশ-উদ্যান হতে ঠিক নরকের জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে।

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। আগস্ট মাসের **১ম** রবিবার অর্থাৎ ৪ আগস্ট **বিশ্ব বন্ধু দিবস**। তাই বন্ধু দিবস উপলক্ষে আপনাদের সুচিন্তিত লেখা **২১** জুলাই রবিবারের মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়াও গল্প, প্রবন্ধ, ছোটদের আসরের জন্য লেখা, পত্রবিতান, কবিতা, ধাঁধা, আঁকা ছবি পাঠানোর আহ্বান করা হচ্ছে। অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের ২ সপ্তাহ পূর্বে লেখা পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার,
ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ।
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

পরদিন সাত সকালেই সিমুর বাবা রনু কাকা এসে হাজির। দেখে মনে হলো লোকটার সারারাত ঘুম হয়নি। একেবারে ঝড়ো কাকের মত উদ্ভ্রান্ত চেহারা। কাকা আমার কাছে এসে জন্ডিস রোগির মত হল্‌দে চোখে তাকিয়ে রইল। একটু পরে দম নিয়ে বলল, "হোনলাম গত রাইতে তোমারে নাকি ভূতে কিলাইছে। বিষ্টির ক্যাদা-পানিতে চুবাইয়া মারতে চাইছিল, ঘটনা খুইলা কও তো বাবা।"

বুঝলাম রাতের ঘটনা রাত না পোহাতেই অনেক দূর গড়িয়েছে। এটা নিশ্চয় বটু বজ্জাতের কান্ড। গত রাতে বাড়ি ফেরার পথে একমাত্র বটুর সাথেই আমার দেখা হয়েছিল। আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে ভয়ে সে মিন মিন করে জিজ্ঞেস করেছিল, "রাসু দাদা তোমারে কি সিমুর ভূতে কিলাইছে?"এর পরে আমার উত্তরের প্রত্যাশা না করেই কানফাটা বিকট চিৎকার দিয়ে দৌঁড়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। বাজারের করাত কলের ঐ বটুই রাতারাতি গোটা গ্রামে এই কিস্‌সা চাউর করেছে।

গত রাতের ঘটনার বিবরণ দেবার পরও কাকার ঘোর কাটে না। এত কিছুর পর আমি জীবিত আছি কি করে সেটাই কাকার প্রশ্ন। তাকে অভয় দিয়ে বললাম, "জঙ্গলের গাবতলায় সিমু আমাকে কিছুই করেনি বটে, তবে গতরাতে স্বপ্নে সিমু আমাকে ফাঁসির দড়ি নিয়ে তাড়া করেছে। প্রাণ ভয়ে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে কত বন-বাদার, মাঠ-প্রান্তর পার হয়ে ঐ গাবতলায় এসে আছাড় খেয়ে পড়তেই স্বপ্নভঙ্গ হয়ে যায়।" রনু কাকা এবার আর্তনাদের সুরে চিৎকার করে লাফিয়ে ওঠেন। কাঁদো কাঁদো কন্ঠে বলেন, "বাবারে, এই স্বপ্নডা আমিও রোজ রাইতে দেহি। সিমু অর ঘৃণামাখা বিদ্রোহী চোখ লইয়া আমারে তাড়া করে। হাতে ফাঁসির দড়ি, আমারে ফাঁস লটকাইয়া মারতে চায়।" একটু থেমে গামছায় মুখ মুছে অনুতপ্ত হৃদয়ে বলতে থাকে, "আসলে আমগ ভুলেই সিমুর আত্মহনন। যদি বুঝবার পারতাম এমুন সর্বনাশ অইব তাইলে---"এটুকু বলেই আবার হাত চেপে ধরে শিশুর মতন হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে রনু কাকা। তাকে সান্তনা দিয়ে বললাম, আপনাদের মত এমনি ভুলের কারণে সমাজে সিমুর মত কত তাজা প্রাণ যুবক-যুবতি অকালে ঝরে পড়ছে।"

রনু কাকা একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হাতের উল্টো তালুতে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলেন। শক্তপোক্ত সবল দেহের বিধ্বস্ত মানুষটা যেন ক্রমেই মৃত্যু গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছিলেন।

ততক্ষনে সকালের ঝকঝকে রোদ বারান্দায় ঝনঝন করছে। বুকের কষ্ট চেপে প্রার্থনার সুরে বললাম, " হে ঈশ্বর, আর যেন কোন বাপ-মায়ের সন্তান এমনিভাবে অকালে ঝরে না পড়ে।"

১৫ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

বা ডাটা নেই এবং পরে তারা হারিয়ে যায়।

৫. নেতৃত্বে পিছিয়ে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ কম/ নেই।

৬. মণ্ডলী সংক্রান্ত দক্ষতা এবং ঐশতত্ত্ব শিক্ষা বা উচ্চতর বাইবেল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণ কম।

৭. মণ্ডলীতে নারীর নেতৃত্ব, অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা বা নির্দেশনাপত্র নেই

৮. এপিসকপাল যুবকমিশন এবং ওয়াইসিএস স্থানীয় পর্যায়ের মণ্ডলী

৯. মণ্ডলীতে সক্রিয় নয় বলে পরিলক্ষিত হয়।

১০. নারীরা বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার।

১১. পারিবারিক সম্পত্তিতে অংশগ্রহণ কম।

নারীদের ক্ষমতায়ন, মর্যাদা ও অংশগ্রহণ বাড়াতে করণীয়

- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের সক্ষমতার বিকাশ ঘটানো ও আত্মবিশ্বাস তৈরীতে সহায়তা করা, লেখাপড়া শেষ করে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা অর্জনের সহায়তা করা।
- নারীদের কথা শোনা এবং তাদের সাথে কথা বলা এবং তাদের বোঝা।
- নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ।
- পরিবার ও সমাজে নারীকে দুর্বল মনে না করা এবং তার প্রতি অবমূল্যায়ন সংস্কৃতি বন্ধ করা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা।
- উৎসাহ প্রদান এবং ভালো উদ্যোগ ও কাজকে উদযাপন করা।
- দায়িত্ব পালনে অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।
- শিক্ষা, চাকুরি ও সম্পদে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি
- ঐশতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান
- নারী নেতৃত্ব ও উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা জোরদারকরণ

উপসংহার

ঈশ্বর মানুষকে ভালোবেসে সৃষ্টি করেছেন। নারী ও পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন ও সমমর্যাদা দিয়েছেন। আমরা যখন পুরুষের পাশাপাশি নারীকে গুরুত্ব দিই তখন আমরা সমতা প্রতিষ্ঠার কাজ করি। নারীরা সমাজে অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে যেমন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চাকুরি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নেতৃত্ব, অংশগ্রহণ ইত্যাদি। নারীরা শোষন ও নির্যাতনের শিকার ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। নারীর প্রতি সকলের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনা আজ সময়ের দাবি। নারী ও পুরুষের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করে এবং নারীর ক্ষমতায়নে সাহায্য করে যা দেশ, সমাজ ও মণ্ডলীতে অবদান রাখে।

অহংকারী গোলাপের গল্প

ভাষান্তর : ফাদার নোবেল জেভিয়ার পাথাং

একদা সুন্দর একটি গোলাপ ফুলের গাছ ছিলো বাগানে। বাগানের সেই গোলাপটি তার সুন্দর চেহারার জন্য ভীষণ বড়াই করতো। তবে, সে হতাশ হতো এই ভেবেই যে, তাকে খারাপ দেখতে একটা কাঁটাগাছের গাঁ ঘেষে বেড়ে উঠতে হচ্ছে। প্রতিদিনই গোলাপটি কাঁটাগাছটিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ এবং পরিহাস করতো তার খারাপ চেহারার জন্য। অন্যদিকে, কাঁটাগাছটি তার এসব উপহাস নীরবেই সহ্য করতো। বাগানের অন্যান্য গাছ-গাছালি এবং ফুলগুলো গোলাপটিকে দুষ্টামি করতে বারণ করা সত্ত্বেও সে নিজের সৌন্দর্যের গান শুনিয়েই যেতো।

কোন এক গ্রীষ্মে কুয়োর পানি শুকিয়ে যাওয়ায় বাগানের গাছ-ফুলগুলো একফোঁটা পানির জন্য হাহাকার করছিলো। আর গোলাপটিও পানির অভাবে শুকিয়ে যেতে লাগলো। গোলাপটি খেয়াল করলো যে, একটি চড়ুই পাখি তার ঠোঁট দিয়ে কাঁটাগাছটির থেকে পানি পান করার চেষ্টা করছে। তখন, গোলাপটি তার উপহাসের জন্য লজ্জা পেলো, কারণ সে এতদিনে কাঁটাগাছটির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছে। যেহেতু, গোলাপটির পানির প্রয়োজন ছিলো, কিন্তু লজ্জাবোধের কারণে সে কাঁটাগাছটির কাছে পানি চাইতে দ্বিধা করছিলো। তবে, শেষ পর্যন্ত গোলাপটি পানি চাইলো। এদিকে, দরদী কাঁটাগাছটিও তাকে পানি দিতে রাজী হয়ে গেল এবং চড়ুইটিকে বললো যেন সে গোলাপকে পানি ছিটিয়ে দেয়। চড়ুইটিও তাই করলো, গোলাপটিও প্রাণে বেঁচে গেল। এভাবেই, গোলাপ ও কাঁটাগাছ দুটি গ্রীষ্মের গরমে মিলে-মিশে একসাথে বাস করতে সক্ষম হলো।

সুতরাং, ছোট বন্ধুরা, এই গোলাপ ফুলের গল্পটা কেমন করে আমাদের সুন্দর একটা শিক্ষা দিলো, বলতো! আমরা যেন কারো চেহারা দেখে কাউকে বিচার না করি। কেউ সুন্দর কিংবা অসুন্দর হোক, আমরা সবার সাথেই বন্ধুত্ব করবো, মিলে-মিশে থাকবো। এবার এসো, আমরা এই গল্পটা বন্ধুদেরকেও শোনাই ॥

মূল: A Proud Rose

Source: Google

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

Art by 2 sisters
Sharlot and prithula
Kalikapur, bonpara, natore.

ইচ্ছে করে

জেসিকা লরেটো ডি' রোজারিও

মাঝে মাঝে এই যান্ত্রিকতাগুলোকে ছুটি
দিতে ইচ্ছে করে,
ইচ্ছে করে জনমানবহীন নীরব প্রকৃতিকে
বরণ করে নিতে,
ইচ্ছে করে ঘাসের পাতানো মাটির বিছানার
ভেজা মাটি ঘ্রাণ নিতে।
এক বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে! যেই
নিঃশ্বাসের সাথে বের হয়ে যাবে
ভেতরের জমে থাকা সকল বিষাদ,
হতাশা, দুঃখ!
ইচ্ছে করে একটা সূর্যাস্ত দেখি
নদীর তীর ধরে বসে কেবলই নিজের সাথে!
এক আকাশ তারা গুনি কিংবা জোছনায় স্নান
করি খুব ইচ্ছে করে!
মাটির চুলায় রান্না করা গরম গরম আহার
করতে খুব ইচ্ছে করে,
বহুদিন প্রাণ জুড়িয়ে আহার করা হয় না,
খুব ইচ্ছে করে
মনের তৃপ্তি নিয়ে আহার করতে!
ইচ্ছে করে কুপিবাতি কিংবা হারিকেনের
আলোয়
নিজেকে ভিন্নভাবে মেলে ধরতে!
ইচ্ছে করে ইচ্ছে গুলোকে সঙ্গে নিয়ে
একটা গোটা জীবন তৃষ্ণায় বেঁচে থাকতে!
নিজের ভেতরের কবি সত্তাকে জাগিয়ে
রাখতে ইচ্ছে করে।

চার লাইনের কবিতা

মিল্টন রোজারিও

(১)
হাত রাঙ্গিয়ে রক্ত মাখিয়ে
যেতে চাস তুই স্বর্গে?
কে বলেছে এমন কথা
পড়ে থাকবি ঐ পাপের গর্তে!!

(২)
স্বর্গের পথ সত্যের পথ
মিথ্যাচারের দ্বার বন্ধ,
সত্য পথে চল স্বর্গে যাবি
মথ্যাবাদীর চোখ অন্ধ!

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

গাজার কাথলিক স্কুলে অভিযানের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জেরুশালেমে রোমান প্যাট্রিয়ার্কের অফিস

গত রবিবার সকালে (৭/৭) গাজার হলি ফ্যামিলি স্কুলে ইসরাইলী সৈন্যদের অভিযানের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জেরুশালেমে রোমান প্যাট্রিয়ার্কের অফিস। অভিযানে ৪জনকে হত্যার খবর পাওয়া গেছে। বিমান বাহিনী উক্ত স্কুলের নীচতলার দু'টি রুমকে টার্গেট করে, যেখানে বাস্তুচ্যুত বেশকিছু ফিলিস্তিনি পরিবারের সদস্যরা আশ্রয় নিয়েছিল। যারা মারা গিয়েছে তাদের মধ্যে হামাস প্রশাসনের সহকারী শ্রমমন্ত্রী আইহাব-আর-ঘুসেইন রয়েছেন। ইস্রায়েলী সেনাবাহিনী দাবি করে যে, স্কুল কমপ্লেক্সটি জঙ্গি আস্তানা ও হামাসের অস্ত্র ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃতম হচ্ছিল। ইস্রায়েলের নিরাপত্তা বিষয়ক দপ্তর জানায়, বেসামরিক লোকদের নিরাপত্তা ঝুঁকি কমাতে তারা এ পদক্ষেপ নিয়েছে।

কাথলিক এই স্কুলে অভিযানের কয়েক ঘন্টা আগে শনিবার (৬/৭) ইস্রায়েলীয় সেনাবাহিনী জাতিসংঘ পরিচালিত একটি স্কুলে অভিযান চালিয়ে ১৬ জনকে হত্যা করে এবং ৭৫ জনকে আহত করে। ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘ সংস্থাটির বিভিন্ন সহায়তায় ইস্রায়েল সেনাবাহিনীর বারবার আক্রমণ তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। গতবছর ৭ অক্টোবর হামাসের তাণ্ডবের পর গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ শুরু হলে অবরুদ্ধ হাজার হাজার ফিলিস্তিনীরা হাসপাতাল, স্কুল এবং বেসামরিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় চেয়েছে। তবে, ইস্রায়েল অভিযোগ তুলেছে হামাস ও জঙ্গীরা এ সকল স্থানে লুকিয়ে আছে।

বেসামরিক লোকদের অবশ্যই যুদ্ধের বাইরে রাখতে হবে বলে জোর দাবি জানায় জেরুশালেমে ল্যাটিন প্যাটিয়ার্কের দপ্তর। বেসামরিক লোকেরা যেন যুদ্ধ ও সংঘাতের ক্ষেত্র থেকে বাইরে থাকে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। দপ্তর জানায়, তারা প্রার্থনা ও আশা করছেন যুদ্ধরত পক্ষগুলো এমন এক চুক্তি করবেন তা এই অঞ্চলে ভয়াবহ রক্তপাত ও মানবিক বিপর্যয়ের শিঘ্রই অবসান ঘটাবে। ৬০০ বাস্তুচ্যুত খ্রিস্টানদের আশ্রয়দানকারী গাজা সিটির হলি ফ্যামিলি ধর্মপল্লীতে হামাস নিয়ন্ত্রণ নামে ইস্রায়েল সেনাবাহিনীর আক্রমণ নতুন কিছু নয়। গত বছর ডিসেম্বরে একজন ইস্রায়েলী স্নাইপার সেনা ধর্মপল্লীর কম্পাউণ্ডের ভিতরে মা-মেয়ে দুই নারীকে হত্যা করে। এর দু'মাস পরে বিমান হামলা করে সেন্ট পরফিউরিস গ্রীক অর্থডক্স চার্চ সংলগ্ন এক বিল্ডিং এ অবস্থানরত কয়েকজনকে হত্যা করে ইস্রায়েল বাহিনী।

জাতিসংঘের সাথে একাত্ম হয়ে পোপ ফ্রান্সিস ও ভাটিকান সংঘাত ও যুদ্ধে বেসামরিক লোকদের কার্যকর সুরক্ষার জন্য বারবার তাগিদ দিচ্ছেন। ৭ অক্টোবর হামাসের আক্রমণের প্রতিউত্তরে ইস্রায়েল কর্তৃক বেসামরিক লোকদের ক্ষতিসাধন ও হত্যাকে বৈধতা দেবার 'ন্যায় যুদ্ধ' যুক্তি প্রত্যাখান করেছে ভাটিকানের ন্যায় ও শান্তি কমিশন। নজিরবিহীন আগ্রাসনে ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসীরা ১২০০জনকে হত্যা করে এবং ২৫১জনকে জিম্মি করে। যাদের মধ্যে ১১৬ জন গাজায় থাকে এবং মনে করা হয় ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিশোধ স্পৃহায় ইস্রায়েলী সেনারা গাজায় ৩৮,০০০ জনকে; যাদের মধ্যে বেশিরভাগ বেসামরিক লোক তাদেরকে হত্যা করে।

এশিয়া ও ওশেনিয়ায় পুণ্যপিতার প্রৈরিতিক সফর

দুই সপ্তাহেরও কম সময় নিয়ে পোপ ফ্রান্সিস এশিয়া ও ওশেনিয়ার চারটি দেশ যথাক্রমে ইন্দোনেশিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, তিমুর-লেস্তে ও সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন আগামী সেপ্টেম্বরে তাঁর ৪৫তম প্রৈরিতিক সফর সম্পন্ন করতে। উক্ত দেশগুলোর জনগণ প্রস্তুতি নিচ্ছে তাঁকে স্বাগত জানাতে। ২ সেপ্টেম্বর তাঁর যাত্রা শুরু হবে রোম থেকে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জার্কাতায়। তারপর

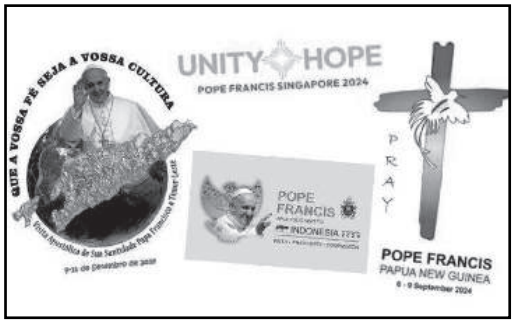

তিনি ৬ সেপ্টেম্বর পাপুয়া নিউগিনির পোর্ট মরেসবি যাবেন এবং ৯ সেপ্টেম্বর সকাল পর্যন্ত ভক্ত জনগণের সাথে সময় কাটাবেন পিএনজিতে। সকাল ৯:৪৫ মিনিটে তিনি মরেসবি থেকে দিলির উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। ১১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তাঁর ৪৫তম প্রৈরিতিক সফরের শেষ দেশ সিঙ্গাপুর সফর করবেন। প্রতিটি দেশেই তিনি রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ, যাজকশ্রেণি ও সন্ন্যাসব্রতী সমাজ, যুবদের সাথে দেখা করার সাথে সাথে পথশিশু ও আন্তঃমাণ্ডলীক ব্যক্তিদের সাথের দেখা-সাক্ষাৎ করবেন।

আশার বাহক হও আর দূরদর্শিতার সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার কর

রোমানিয়ার যুবকদের কাছে পোপ মহোদয়

রোমানিয়ার ইয়াসি ধর্মপ্রদেশের যুবকেরা পোপ মহোদয়কে উদ্দেশ্য করে একটি খোলা চিঠি লিখলে তার প্রতিউত্তরে পুণ্যপিতা লেখেন, 'তোমরা যুবকেরা, তোমাদের হাতে থাকা সকল কিছু ব্যবহার করে মঙ্গল ও ভালোবাসার বীজ বপন করে এ জগতে আশার বাহক ও সংযোগ প্রতিষ্ঠাকারী হও'। মে মাসের ১৮-১৯ তারিখে ভাটিকান সিটির সেক্রেটারী কার্ডিনাল পিয়েত্ত পারোলিন ইয়াসি ধর্মপ্রদেশের যুবদিবসে অংশগ্রহণ করতে গেলে ঐ জায়গার যুবকেরা চিঠিটি তার কাছে দিয়েছিলেন। ইয়াসি ধর্মপ্রদেশে প্রকাশিত পোপ মহোদয়ের চিঠিতে তিনি যুবকদেরকে উৎসাহিত করেন সাহস ও সৃজনশীলতার সাথে সামাজিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে যা বন্ধুত্ব, শান্তি, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ও সংস্কৃতি, পরিবার ও খ্রিস্টীয় মূল্যবোধগুলোর মধ্যে সংলাপ প্রতিষ্ঠা করবে। স্মার্টফোনের ক্রীতদাস হওয়া ও নিজের বাস্তব জীবন ভার্চুয়াল জীবনে আটকে রাখার বিরুদ্ধে যুবকদের সতর্ক করেন। জগতে বেরিয়ে পড়ো, মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করো, তাদের জীবনের গল্প শোনো, তোমার ভাই-বোনদের চোখের দিকে তাকাও। দৈনন্দিন জীবনে সরাসরি ও খাঁটি যোগাযোগের মধ্যেই প্রকৃত মানব সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই মানবীয় সম্পর্কই সত্যিকার সম্পদ।

আগামী সেপ্টেম্বরে ব্রাসোবে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জাতীয় যুব সভায় অংশ নিতে পোপ মহোদয় রোমানিয়ার কাথলিক যুবকদেরকে আমন্ত্রণ জানান। কেননা তা বিশ্বাসে একসাথে বৃদ্ধি পাবার, অভিজ্ঞতা সহভাগিতা এবং তোমাদের খ্রিস্টীয় যাত্রাকে শক্তিশালীকরণের অপূর্ব একটি সুযোগ আনবে। যুবকদের কাছে প্রার্থনা করার অনুরোধ করার আগে পোপ মহোদয় বলেন, প্রার্থনার মধ্যদিয়ে তোমাদের আধ্যাত্মিক সমর্থন আমাকে মণ্ডলী ও মানবতাকে সেবা করতে সহায়তা করবে।

- তথ্যসূত্র : *news.va*

মঠবাড়ীতে পোপের বিশ্বব্যাপী প্রার্থনা নেটওয়ার্ক বিষয়ক সেমিনার-২০২৪

ফাদার অনিল মারাণ্ডী: গত ১৫-১৭ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত জেজুইট সেন্টার মঠবাড়ীতে, পোপের বিশ্বব্যাপী প্রার্থনা নেটওয়ার্ক (Pope's Worldwide Prayer Network, PWPN) বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় পোপের বিশ্বব্যাপী প্রার্থনা নেটওয়ার্ক এর পক্ষ থেকে ও বাংলাদেশের ডিরেক্টর ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও'র নেতৃত্বে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের ফাদার, সিস্টার, সাধারণ খ্রিস্টভক্ত ও যুবক-যুবতীসহ মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৪১ জন।

প্রথম দিন "পোপ মহোদয়ের বিশ্বব্যাপী প্রার্থনা নেটওয়ার্ক" বিষয়ক সেমিনার শুরু হয় আইস ব্রেকিং (পরিচয়) ও সন্ধ্যায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার ওয়ালটার রোজারিও। সহার্পিত খ্রিস্টযাগে আরও উপস্থিত ছিলেন ভারত থেকে আগত সাউথ এশিয়ার ডিরেক্টর ফাদার জগদীশ পারমার এসজে, ফাদার খ্রীসন্তম হেম্ব্রম এসজে, ফাদার রিপন রোজারিও এসজে, ফাদার প্রবাস রোজারিও এসজে, ফাদার এলিয়াস সরকার এসজে ও বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের অংশগ্রহণকারী ফাদারগণ ।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু হয় বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ এর পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মধ্য দিয়ে। উপদেশে বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ ইউক্যারিষ্ট (Eucharistic) এর ব্যাখ্যা করেন ও তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। আরও বলেন, পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে আমাদের অন্তরের সমস্ত অপবিত্রতা, পাপময়তা ও মন্দ বাসনাগুলো ধুয়ে যায় এবং আমরা পবিত্র হয়ে উঠি।

দ্বিতীয় অধিবেশনে ফাদার জগদীশ পারমার এসজে ও ফাদার খ্রীসন্তম হেম্ব্রম এসজে, "পোপের বিশ্বব্যাপী প্রার্থনা নেটওয়ার্ক" (PWPN) বিষয়ক ও "ইউক্যারিস্টিক ইয়ুথ মুভমেন্টের" (EYM) ইতিহাস সকলের সামনে তুলে ধরেন।

তৃতীয় দিনে ফাদার খ্রীসন্তম হেম্ব্রম এসজে, আলোচনা করেন, PWPN/EYM এর প্রদেশ সমন্বয়কারী এবং ডিরেক্টররা কী কী করতে পারেন: যেমন আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট www.popesprayer.va এর মাধ্যমে পোপের উদ্দেশ্যগুলো বের করা ও প্রচার করা পরিচিতজনদের কাছে।

এদিন পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই। উপদেশে তিনি বলেন, আমরা যেন ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকি তার সমস্ত দান ও আশীর্বাদের জন্য। আর আমাদের মধ্যে যেন লোভ- লালসা ও হিংসা না থাকে।"

শেষে সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সকলকে এবং আর্চবিশপ মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্য দিয়ে এই সেমিনার সমাপ্ত হয়।

বাইবেল বিষয়ক সেমিনার - ২০২৪

এডওয়ার্ড হালদার: গত ৪-৬ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষে, ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল বিষয়ক কমিশনের আয়োজনে 'বাইবেল বিষয়ক সেমিনার করা হয়। "জেগে থাক ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পর" এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে সেক্রেড হার্ট পাস্টরাল সেন্টার, গৌরনদীতে দু'দিন ব্যাপী 'বাইবেল' সেমিনার করা হয়। সেমিনারের উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ক্লারেন্স পলাশ হালদার, পরিচালক, পালকীয় সেবাদল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাদার লিন্টু রয়, সমন্বয়কারী, ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল বিষয়ক কমিশন, ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ, ফাদার ডেভিড ঘরামী, ফাদার শিপন রিবেরু এবং কমিশন সদস্যগণ প্রমুখ। শুরুতেই উদ্বোধনী নৃত্য ও ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয় এই দু'দিনের সেমিনারে।

অধিবেশনে সহভাগিতা করেন ফাদার ডেভিড ঘরামী ('পবিত্র বাইবেলের আলোকে মা-মারীয়ার প্রেরণ কর্ম'), ফাদার শিপন রিবেরু (বাইবেল পরিচিতি ও ইতিহাস এবং 'বাইবেলের শিক্ষার আলোকে পরিবার জীবন গঠন করি'), ফাদার ক্লারেন্স পলাশ হালদার ('বাইবেল আমাদের প্রার্থনার জীবনের উৎস') এবং পবিত্র রোজারীমালা প্রার্থনা পরিচালনা করেন সিষ্টার হাসি রিবেরু এলএইচসি। প্রতিদিনকার জীবনে 'বাইবেলের' গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন বক্তাগণ। সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সবাইকে একটি করে 'বাইবেল' উপহার দেওয়া হয়। সেমিনারে বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের ৯টি ধর্মপল্লী থেকে মোট ৭০জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

কেওয়াচালা উপধর্মপল্লীতে যুব সেমিনার

ফাদার লিয়ন জেভিয়ার রোজারিও: গত ২৮ জুন ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ, কেওয়াচালা উপধর্মপল্লী ও ফাওকাল উপধর্মপল্লী যৌথভাবে এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব কমিশনের অর্থায়নে কেওয়াচালা উপধর্মপল্লীতে অর্ধ দিবসব্যাপি "মাণ্ডলীক কাজে যুবাদের অংশগ্রহণ" এ মূলসুরের উপর প্রায় ৭০ জন যুবক-যুবতী নিয়ে সেমিনার করা হয়।

পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে যুব সেমিনার শুরু করা হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ভিনসেন্ট বাবুরাম হাসদা। সেমিনারে আরো উপস্থিত ছিলেন ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ, ফাদার লিয়ন রোজারিও, কয়েকজন সিস্টার, সেমিনারীয়ান, ধর্মপল্লীর অভিভাবক শ্রেণীর খ্রিস্টভক্ত ও অংশগ্রহণকারী যুবক-যুবতী। খ্রিস্টযাগের পর টিফিন পরিবেশন করা হয়। টিফিনের পর মূলসুরের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ। তিনি বিশেষভাবে বর্তমান যুব বাস্তবতা, ডিভাইস ব্যবহার এবং মাণ্ডলীক কাজে যুবারা কীভাবে অবদান রাখতে পারে এই বিষয়গুলো তুলে ধরেন। ধর্মপল্লীর এডহক কমিটিরি সদস্য মি. উত্তম গমেজ তার জীবন সহভাগিতা করেন, বিশেষভাবে তাঁর পারিবারিক মূল্যবোধ এবং একজন ব্যবসায়ী হয়ে উঠার গল্প সহভাগিতা করেন যেন যুবারা তাদের ক্যারিয়ার জীবনে কিছুটা অনুপ্রেরণা প্রায়। ফাদার লিয়ন রোজারিও তাদের তিনটি দলে ভাগ করে দেন এবং তাদের হাতে প্রশ্ন দেন যেন তারা নিজেরাই নিজেদের করণীয় কী তা আলোচনা করতে পারে। তারা যা লিখেছে তা সকলের সামনে উপস্থাপন করে এবং প্যানেল আলোচনা করা হয়। তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেন এবং ফাদারগণ সেই প্রশ্নের উত্তর দেন। সর্বশেষ পাল-পুরোহিত ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ সকলকে ধন্যবাদ জানান, বিশেষভাবে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব কমিশনকে তাদের উদার অর্থদানের জন্য। এরপর দুপুরের খাবার গ্রহণের মধ্য দিয়ে সেমিনার শেষ করা হয়।

১৬৯তম ঐতিহাসিক মহান সান্তাল হুল দিবস উদ্‌যাপন-২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু: গত ৫ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ নটরডেম কলেজ, ঢাকা, বাংলাদেশ সান্তাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বিএসডিও)- এর উদ্যোগে সারাদিনব্যাপী ১৬৯তম ঐতিহাসিক 'মহান সান্তাল হুল দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, বিএসডিও-এর সভাপতি ফাদার আন্তনী হাঁসদা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার থাদিউস হেম্ব্রম সিএসসি, প্রিন্সিপাল, নটরডেম কলেজ, ময়মনসিংহ। এছাড়াও বিশেষ অতিথিবৃন্দ: সরল মুর্মু, পুলিশ পরিদর্শক, নাটোর, ফাদার ফ্রান্সিস মুর্মু, ফাদার ইলিয়াস হেম্ব্রম সিএসসি, নির্মল রোজারিও, হেমন্ত কোড়াইয়া, তার্সিসিউস পালমা, ঢাকা শহরে অবস্থানরত প্রায় ৫৫০ জন সান্তাল ভাই-বোন উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ১০:৩০ মিনিটে নটরডেম কলেজ ভবনের সামনে প্রধান অতিথি, সভাপতি ও বিশেষ অতিথিদের সান্তালী নাচের মধ্য দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় এবং পা-ধোঁয়ানো ও ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। এরপরে সকলে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালি'র শেষে শহীদ সিধু-কানু, চাঁদ ও ভৈরব, ফুল ও ঝানু তাদের স্মরণে স্মৃতি স্তম্ভে ফুল প্রদান করা এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তারপর সকলে টিফিন গ্রহণ করে এবং মূল আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে।

ফাদার আন্তনী হাঁসদা শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, এই বাংলাদেশের মাটিতে আমাদের সান্তাল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ত মিশে আছে। কে খ্রিস্টান আর কে অখ্রিস্টান আমরা সকলেই সান্তাল। আমরা যেন আমাদের অন্তর দিয়ে এই কথাগুলো বুঝার ও উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি।"

এরপর (বিএসডিও)- এর পক্ষ থেকে প্রথম বারের মতো TONOL (তনোল) মূখপত্রটি উন্মোচন করা হয়। এরপর ফাদার আন্তনী হাঁসদা আরোও দু'টি প্রকল্প উদ্বোধন করেন। প্রকল্পের নাম হলো: (Akil Marsal) জ্ঞানের আলো ও (Sirhi Rakap Pirhi) সান্তাল জাতিদের উপরে তোলা। এই দু'টি প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো: নার্সিং, কারিগরি শিক্ষা, কম্পিউটার প্রভৃতি। দুপুরের আহারের পর বিকেল ৩:৩০ মিনিটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শেষে লটারী ড্র করা হয়। সভাপতি'র ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মাউসাইদ ধর্মপল্লীতে শিশু ও এনিমেটরদের শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার মেরী তৃষিতা, এসএমআরএ: ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটি এবং স্বাগতিক ধর্মপল্লীর উদ্যোগে "যিশুর ছোট শিশুরাও একেকজন ক্ষুদে প্রেরণকর্মী"- এই মূলসুরের আলোকে বিগত ২৯ জুন শনিবার মাউসাইদ ধর্মপল্লীতে ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সেমিনারের শুরুতেই শিশু ও এনিমেটরগণ আনন্দরা্যালি করে বাণী প্রচারধর্মী শ্লোগানসহ গির্জাঘরের প্রধান প্রবেশদ্বারে সমবেত হন। এরপর শোভাযাত্রা করে সকলে গির্জাঘরে প্রবেশ করেন। খ্রিস্টযাগের শুরুতে স্বাগতিক ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া এবং কমিটির সদস্য ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই। টিফিন বিরতির পর ফাদার ঝলক মূলসুরের উপর তার প্রাণবন্ত সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। এরপর এনিমেটর ও শিশুদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এনিমেটর ও শিশুদের মাঝে যিশু ও মা-মারীয়ার ছবি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। এরপর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশু মঙ্গল কমিটির সেক্রেটারি সিস্টার মেরী তৃষিতা সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্য দিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। সেমিনারে ৬০ জন শিশু, ০৩ জন ফাদার ৫জন এনিমেটর, ৩জন সিস্টার এবং ০১জন সেমিনারীয়ান উপস্থিত ছিলেন। সেমিনার শেষে যিশুর ক্ষুদে ও সক্রিয় প্রেরণকর্মী হওয়ার শুভ প্রেরণা এবং অঙ্গীকার নিয়ে শিশু ও এনিমেটরগণ নিজ নিজ পরিবারে ফিরে যান।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র
বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।
আকর্ষনীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৪০০ টাকা

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
weekly.pratibeshi.org
weeklypratibeshi

বাণীদিপ্তী
BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
varitasbangla

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ২৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 25
Regd. No. DA-33
❖ 14 - 20 July, 2024, ৩০ আষাঢ় - ৫ শ্রাবণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। আগামী আগস্ট থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিশেষ দিবসগুলোতে আপনাদের সুচিন্তিত লেখা পাঠানোর জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া গল্প, প্রবন্ধ, ছোটদের আসরের জন্য লেখা, পত্রবিতান, কবিতা, ধাঁধা, আঁকা ছবি পাঠানোর আহ্বান করা হচ্ছে। অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের ২ সপ্তাহ পূর্বে লেখা পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে। বিশেষ দিবসগুলো নিম্নে দেওয়া হল:

আগস্ট

৫ রোমে মারীয়ার মহামন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস
৬ প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর পর্ব
৯ বিশ্ব আদিবাসী দিবস
১০ সাধু লরেন্স ডিকন ধর্মশহীদ পর্ব
১৫ জাতীয় শোক দিবস বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী
১৮ ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়নের মহাপর্ব
২৪ প্রেরিতশিষ্য সাধু বার্থলমেয় পর্ব
২৬ জন্মাষ্টমী
২৭ সাধ্বী মনিকা স্মরণ দিবস
২৯ দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের শিরচ্ছেদ, স্মরণদিবস

সেপ্টেম্বর

২ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী
১৪ পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব পর্ব
১৭ ঈদ-ই-মিলাদুনবী
২১ প্রেরিতদূত ও সুসমাচার রচয়িতা সাধু মথি পর্ব
২৭ সাধু ভিনসেন্ট দ্য পল, যাজক স্মরণ দিবস

অক্টোবর

২ রক্ষীদূতবৃন্দের স্মরণদিবস
৪ আসিসির সাধু ফ্রান্সিস
৭ জপমালার রাণী মারীয়ার পর্ব
১৩ দুর্গা পূজা
২৮ সাধু সিমোন ও সাধু যুদ, প্রেরিতশিষ্য পর্ব

নভেম্বর

১ নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব
২ পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
৯ লাতেরান মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস পর্ব
১৮ সাধু পিতর ও সাধু পলের মহামন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস
২১ বালিকা মারীয়া নিবেদন পর্ব
২৪ খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
৩০ প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রেয় পর্ব

ডিসেম্বর

১ আগমনকালের ১ম রবিবার
৮ কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব, মহাপর্ব
১০ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
১৬ বিজয় দিবস
২৫ যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন
২৮ শিশু সাক্ষ্যমরদের পর্ব
২৯ জন্মোৎসবকাল পুণ্যতম পরিবারের মহাপর্ব

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ।
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org